মউত নামা
আশরাফ উদ্দীন
বাংলা একাডেমী ঢাকা

ছুয়াল গণী।

সাবেকী ছাপা! আদি ও আসল!! ছহি বড়!!!

ছহি বড় মউতনামা

শায়ের—মুনশী আশরাফ উদ্দীন সাহেব

প্রকাশক—

সন ১৯৫৫ ইং। দাম ১৲ এক টাকা মাত্র।

✻ হাম্‌দ ও নাআ'ত ✻

ত্রিপদী ✻ ইলাহী কাদের নাম, কুদরতে চালায় কাম, পয়দা কৈল ত্রিভুবন সারা ॥ হুর নূরী জ্বিন পরী, জীব জন্তু নর নারী, রবি শশী লক্ষ কোটি তারা ✻ যে তার কুদরত দেখে, হায়রতে পড়িয়া থাকে, দিশা কিছু করিতে না পারে ॥ কত ওলি কত নবী, না পারিল তারা সবি, কি আর কহিবে খাকছারে ✻ তাহার মহিমা যাহা, আমি কি লিখিব তাহা, এক মুখে বয়ান করিয়া ॥ ফেরেস্তা আদম যারা, সে মহিমা দেখে তারা, ক্ষেমা দিল নাহিক পারিয়া ✻ হাজার শোকর করি, থাকে আমা সবে বারি, পয়দা যে করিয়া ইনছান ॥ সবার সরদার করে, ভেজিল দুনিয়া পরে, এই বাতে বহুতি এহছান ✻ ফের আমা সবাকারে, রাহা বাতাবার তরে, মেহের করিয়া নিজগুণে ॥ আপনার নূর দিয়া, নূরনবী পয়দা কিয়া, ভেজিলেন দুনিয়া জাহানে ✻ যার শানে কৈল সবি, কি কব তাহার খুবি, দুরূদ ছালাম তার পরে ॥ তাহার আওলাদ আর, যে কেহ ছাহাবা তার, ছালাম তছলিম সবাকারে ✻ আর যত ওলি নবী, দীন দুনিয়ার খুবী, নেকপাক আল্লার দরগাতে ॥ মা বাপ ওস্তাদ পীর, মুরব্বি ও দোওয়াগীর, ছালাম সবার জনাবেতে ✻ মুসলমান যত আর, জনাবেতে সবাকার, আরজ করিয়া কহি ফের ॥ নওয়াজেশ করি সবে, আমি অধীনের বাবে, দোয়া দিও করিয়া মেহের ✻ দোয়া দিলে তোমা সবে, আল্লার রহমত হবে, আকবতে পাইবে নাজাত ॥ মোহাম্মদ আশরাফ বলে, ইলাহী ভাবিয়া দেলে, আশা পুরা কর পাকজাত ✻

* নূর মোহাম্মদী পয়দায়েশের বয়ান *

পয়ার * রওয়ায়েতে আসিয়াছে এমত বয়ান॥ বৃক্ষ এক পয়দা করিয়াছে ছুবহান * সেইত গাছের মধ্যে ডালি আছে চার॥ শাযরাতুল য়্যাক্বীন নাম রাখিয়াছে তার * তারপরে পরওয়ারে মোহাম্মদী নূর॥ বানায় ছুরত তার যেমন ময়ুর * ময়ুরের রূপে সেই নূরকে লইয়া॥ শাযরাতুল য়্যাক্বীন পরে দিল বসাইয়া * গাছেতে বসিয়া সেই নূর মোহাম্মদী॥ রহিলেন সত্তুর হাজার সালাবধি * তারপরে শরমের আয়না বানাইয়া॥ ময়ুরের সামনেতে দিলেন রাখিয়া * আয়নার পরে যবে পড়িল নজর॥ নিজের ছুরত দেখে বড়ই সুন্দর * আপনা ছুরত দেখি খোশাল হইয়া॥ একে একে পাঁচ সেজদা দিলেন গণিয়া * সেই পাঁচ সেজদাকে করে ওয়াক্তিয়া নামাজ॥ উম্মতের পরে ফরজ করিল পাকবাজ * মোহাম্মদ নবী আর উম্মতের পর॥ পাঞ্জেগানা পাঁচ নামাজ হৈল মোকর্‌রর * তার পরে আল্লাতালা পাক পরওয়ার॥ ময়ুরের পানে ফের করিল নজর * শরম পাইয়া ময়ুর খোদায়তালা হৈতে॥ পছিনা হইল তার তামাম অঙ্গেতে তবে তার মাথার ঘাম হৈতে পাকজাত॥ ফেরেস্তা করেন পয়দা কত ভাতে ভাত * মুখের পছিনা দিয়া পয়দা কৈল তার॥ আরশ কুরছী লওহ আর কলম আল্লার * চান্দ সূর্য্য তারা আদি পয়দা বেশুমার॥ আর যত কিছু আছে আলম মাঝার * ছিনার ঘামেতে পয়দা কৈল মোরছেলান আম্বিয়া আওলিয়া আর যত শহীদান * দুই ভুরুর পছিনাতে হইল জমিন। পূর্ব্ব পশ্চিম ও আর উত্তর দক্ষিণ * তারপরে আল্লাতালা করিম জাহান॥ সেই মোহাম্মদী নূরে করিল ফরমান * আপনা সামনে দেখ নজর করিয়া॥ হুকুম পাইয়া নূর দেখে নিরক্ষিয়া * আগে পিছে ডাহিনে বামেতে চার নূর॥ চার দিগে খাড়া আছে আপনা হুজুর * সেই চারি নূরেতে ছিলেন চার ইয়ার॥ আবু বকর ওম্মর ওছমান আলী আর * দেখিয়া বহুত খুবী সে চার নূরের॥ তছবি পরে সত্তুর হাজার সাল ফের পরে মোহাম্মদী নূর লিয়া পরওয়ার॥ সৃজন করিল নূর যত আম্বিয়ার * নজর করিল ঐ নূরে যদি ফের॥ আরওয়াহ্ হইল পয়দা আম্বিয়া লোকের আরওয়াহ্ যত আম্বিয়ার মিলি সকলেতে॥ লা-ইলাহা কালেমা পড়িল খোশালিতে * ফের মোহাম্মদের ছুরত পয়দা কৈল॥ দুনিয়াতে যে আকার হজরতের ছিল * কান্দিল্ এক লাল আকিকের বানাইয়া॥ সেই ছুরতের হাতে দিলেক রাখিয়া * নামাজে কেয়াম যেয়ছা মুছল্লিরা করে॥ সেই রূপে খাড়া কৈল ছুরতের তরে * তার পরে রূহ সবে হইয়া হাজের॥

চৌদিগে ঘিরিয়া দেখে ছুরত খাতের ✻ ছুবহানাল্লা লা-ইলাহা পড়িতে লাগিল ॥ একলক্ষ সাল এয়ছা গুজারিয়া গেল ✻ ফের যদি রুহু দিগে হুকুম করিল ॥ মোহাম্মদের রূপ তবে দেখিতে লাগিল ✻ মাথার উপরে যার নজর পড়িল ॥ বাদশার খলিফা সে দুনিয়াতে হৈল ✻ কপালেতে নজর করিয়া দেখে যেই ॥ আমীর আদেল হয়ে পয়দা হৈল সেই ✻ দুই ভুরু যে দেখিল করিয়া নজর ॥ দুনিয়াতে হৈল সে নক্কাশ চিত্রকর ✻ দুই চক্ষু যে দেখিল করিয়া খিয়ান ॥ হাফেজ হইল সেই পড়িয়া কোরআন ✻ দুই গাল তরফে নজর পড়ে যার ॥ রূপ গুণ দানাই আক্কেল হইল তার ✻ নাকের উপরে নেঘা করিলেন যেই ॥ কবিরাজ আত্তার তবিব হৈল সেই ✻ দুই ঠোঁট পরে যেবা নজর করিল ॥ উজির আর সবা হতে ছুরত পাইল ✻ যে জন দেখিল মুখ করিয়া খেয়াল ॥ দুনিয়াতে রোজা সেই রাখে হামেহাল ✻ যে কেহ চাহিয়া দেখে ছুরত দাঁতের ॥ কাছেদ হইল সেই বাদশা সকলের ✻ হলক দেখিল যেবা করিয়া খাহেশ ॥ নছিহত ওয়াজ সেই করেন হামেশ ✻ গরদানে দেখিয়া কেহ হৈল সওদাগর ॥ দু বাজু দেখিল যে হইল জোরওয়ার ✻ হাজ্জাম হইল ডান বাজু দেখে তার ॥ বাম বাজু দেখে হৈল জাল্লাদ গাঙার ✻ ডাহিন হাতের তলা চেয়ে দেখে যেই সোনার বানিয়া হয়ে পয়দা হৈল সেই ✻ বাম হাতেলিতে যেবা করিল খেয়াল ॥ জিনিষ ওজন করে হইয়া কয়াল ✻ খায়েস করিয়া যে দেখিল দুই হাত ॥ সেই দাতা হামেহাল করেন খয়রাত ✻ ডাহিন হাতের পিঠ যে দেখে চাহিয়া ॥ রংরেজ হইল সেই দুনিয়ায় আসিয়া ✻ বাহাতের পিঠ যে দেখিল একবার ॥ বখিল হইল এসে সেই দুরাচার ✻ হাতের আঙ্গুল যেবা দেখিল তামাম ॥ কাতেব হইল সে মুহুরি যার নাম ✻ ডান হাতের আঙ্গুলের পিঠ দেখে যারা ॥ দুনিয়াতে লোহার কামার হৈল তারা ✻ বাহাতের আঙ্গুলের পিঠ দেখে যেই ॥ দুনিয়াতে দরজি হইল এসে সেই একিন করিয়া যারা ছিনা দেখে ছিল ॥ আলেম ফাজেল মুজতাহেদ তারা হৈল ✻ পিঠের তরফে যেবা নিরক্ষিয়া দেখে ॥ মোমদেল শরা শরীয়ত সেই শিখে ✻ দুই পহলু যে দেখিল করিয়া খিয়ান ॥ দুনিয়াতে হৈল সেই গাজি পাহালওয়ান ✻ তাকিল পেটের পানে যেই নেকনাম ॥ ছবর আর বন্দেগী হামেশা তার কাম ✻ দুই জানু যে দেখিল করিয়া খাহেশ ॥ রুকু আর ছেজদা সেই করিত হামেশ ✻ দুই পাও দিকে যেবা করে নিরীক্ষণ ॥ শিকার করিতে সদা লেয় তার মন ✻ নজর করেন যেবা

পায়ের তলিতে ॥ পাগুদলে চলে সেই বড় খোশালিতে * গলার বিচেতে গেল নজর যাহার ॥ গান ও বাজাতে সেই হৈল ওস্তওয়ার * গগুর করিয়া যেবা নাহি দেখে ছিল ॥ কাফের বেদাতী এহুদ নাছারা হইল * এনকার করিয়া যেনা ডাকিল তার পানে ॥ সে করে খোদাই দাবী দুনিয়া জাহানে যেছাই নমরূদ আর শাদ্দাদ ফেরাউন ॥ করিয়া খোদাই দাবী হৈল মালাউন

* হজরত আদম ছফির পয়দায়েশের বয়ান *

পয়ার * ফরমাইলেন আবদুল্লা বেটা আব্বাছের ॥ পয়দাশের বয়ান হজরত আদমের * আদম করেন পয়দা খালেক কিবরিয়া ॥ দুনিয়ার তামাম দেশের মাটি দিয়া * শির মোবারক পয়দা খাকেতে কাবার ॥ ছিনা হৈল দাহনবার মাটীতে তৈয়ার * পেট পিঠ পাকিস্তানী মাটীতে গড়িল ॥ দুই হাত মাশরেকের খাকে বানাইল * দুই পাও মাগরেবে মাটীতে তৈয়ার ॥ কুদরতে করিল পয়দা পাক পরওার * আবদুল্লা কহিল ফের এই বাত আর ॥ আদম করেন পয়দা পাক পরওয়ার * সাত তবক জমিনের মাটী আনাইয়া ॥ আদমের ওজুদ দিলেক বানাইয়া * পহেলা তবকের মাটীতে হৈল শির ॥ দোছরা জমিনে গলা বানাইল ফের * তেছরা তবক জমিনেতে পয়দা ছিনা ॥ পেট পিঠ চতুর্থ তবকের নমুনা * পাঁচগুা তবক জমিনেতে পয়দা রান ॥ শশম মাটীতে তিল্লি করিল নির্ম্মান * সাতগুা তবকের জমিন হৈতে ফের ॥ পাও মোবারক পয়দা করে আদমের তার পরে আবদুল্লা বেটা আব্বাছের ॥ রওয়ায়েতে দোছরা মরতবা করে ফের * পহেলাতে পয়দা আল্লা আদমের শির ॥ করেন বাইতুল মোকাদ্দছের মাটীর * চেহেরা গড়িল বেহেস্তের মাটী দিয়া ॥ দাঁত গড়ে পাকিস্তান হতে মাটী লিয়া * হাড় হৈল পাহাড়ের মাটীতে তাহার ॥ রিড় কৈল বাবলের জমিতে তৈয়ার * রিড় বলে যেই হাড় পিঠের মাঝার ॥ মাণ আর মগজ ভিতরে থাকে জার * পিঠ পয়দা এরাকের জমিতে হৈল ॥ ফেরদাউছের মাটী দিয়া দেল বানাইল * জবান করেন পয়দা তায়েফ হইতে ॥ চক্ষু হৈল হাওজ কওছরের মাটীতে * এইরূপে কতস্থান হৈতে মাটী লিয়া ॥ আদমের কায়া দিল তৈয়ার করিয়া * যে যে মাটী দিয়া পয়দা করিল আদম ॥ তেমত তাছির হৈল রকম২ * মোকাদ্দাছ হৈতে পয়দা হয়ে ছিল শির একারণে বোজরগি দানাই আদমের * চেহেরা গড়িল জান্নাতের মাটী দিয়া ॥ হইল মুখের খুবি ইহার লাগিয়া * হাওজ কওছরে হৈল চক্ষের গঠন ॥ চক্ষু মাঝে নোনা পানি ইহার কারণ * হেন্দের মাটীতে কৈল জনম

দাঁতের ॥ জায়েকা লজ্জত বোঝে ইহার খাতের * এরাকের মাটী দিয়া পিঠ গড়ে ছিল ॥ এজন্যেতে পিঠে খুব কুওত হইল * রিড় কৈল বাবলের মাটীতে সৃজন ॥ সহওত গালেব সদা ইহার কারণ * পাহাড়ের মাটী দিয়া হাড় গড়ে ছিল ॥ অতএব শক্ত আর মজবুত হইল * ফেরদাউছের খাকে দেল করিল নির্ম্মান ॥ অতএব হইল সেথা ঈমানের স্থান * জবান করিল পয়দা খাকে তায়েফের ॥ একারণে হয় সেথা খোদার জেকের * এইরূপে বানাইল তনের এক ঘর ॥ তাহাতে করিল নও দরওয়াজা তৈয়ার * দুই চক্ষু দুই কান দুই নাক আর ॥ এক মুখ দুই ধার পেসাব পায়খানার * গড়িয়া আদম ছফি করিম জাহান ॥ ছয় চিজ হোশের করিল তাকে দান চক্ষেতে দেখেন আর কানেতে শোনেন ॥ নাকে বাস আর মুখে লজ্জত বুঝেন * হাত দিল ছুইয়া মালুম করিবারে ॥ আর দিল দুই পাও চাল চলিবারে * এই রূপে বানাইয়া তনের জাহাজ ॥ রূহকে তাহার মাঝি কৈল পাক বাজ * তার পরে কহিল রূহ্‌কে বোলাইয়া ॥ আদমের কালেবে দাখেল হও গিয়া * পাইয়া আরওয়াহ পাখী হুজুরি আদেশ ॥ তনের পিঞ্জিরা বিচে হইল প্রবেশ * কোন২ কেতাবেতে এমন খবর ॥ পহেলা পৌছিল রূহ্ দেমাগ ভিতর * দেমাগে যাইয়া রূহ্ ঘুমিতে লাগিল ॥ দুইশত বৎসর এয়ছাই গোজারিল * তারপরে উত্তারিয়া চক্ষের ভিতর ॥ আপন শরীর পানে করিল নজর * খিয়াল করিয়া দেখে তামাম অজুদ ॥ কাদা আর মাটী সব হইল মৌজুদ * তারপরে উত্তারিয়া কানের মাঝার ॥ শুনিতে পাইল তছবি যত ফেরেস্তার * ফের যদি নাকে এসে হইল হাজের ॥ ছিক হৈল তখনি হজরত আদমের * সেই ছিক হইতে ফোরছত নাহি পায় ॥ অমনি আলহামদু লিল্লাহ শিখায় খোদায় * কহিল আলহামদু লিল্লাহ আদম তখনি ॥ ইয়ারহামুকুমুল্লা খোদা বলিল আপনি তারপরে রূহ যবে ছিনাতে আসিল ॥ সেই ওক্তে খাড়া হৈতে এরাদা করিল না পারিল কিন্তু সে যে হইয়া রহে লুলা ॥ কহে খোদা ওয়াকানাল ইনছানু আযুলা * ইহার মতলত মানি শুন বেরাদর ॥ বড় জলদ বাজ হৈল আদম বাশার * ছিনা হইতে পেটে যবে উত্তারিল ফের ॥ ক্ষিধা পয়দা হইল পেটেতে আদমের * তারপরে তামাম অজুদে সান্ধাইল ॥ গোস্ত আর লহু রগ সকলি হইল * তারপরে সেই দাতা করিম জাহান ॥ নাখুনের লেবাছ আদমে কৈল দান * নাখুনের লেবাছ এয়ছাই পরাইল ॥ রোজ২ তাতে রূপ বাড়িতে আছিল * গোনা যবে করিলেন গন্দম খাইয়া ॥ সে সব

লেবাছ তার দিল বদলাইয়া * থোড়া থোড়া নাখুন যে এহার খাতিরে ॥ এখন রয়েছে বাকি আঙ্গুলের শিরে * ঠিকঠাক হৈল যবে দেহ আদমের আর তাতে রূপ দিল আপনি কাদের * বেহেস্ত হইতে যে পোষাক আনাইয়া ॥ আদমের অঙ্গ পরে দিল পিন্দাইয়া * পূর্ণিমার চাঁদের মত নুর মোহাম্মদী ॥ আদমের কপালেতে চমকিল যদি * তবে তারে তক্ত পরে ছওয়ার করিয়া ॥ সেই তক্ত ফেরেস্তা সবার কান্ধে দিয়া * হুকুম করেন খোদা আপনি ছোলতান ॥ ইহাকে ফিরাও লিয়া তামাম আছমান * সেথা কার হাল যদি দেখে একবার ॥ একিন করিবে খুব দেলে আপনার ফেরেস্তারা ইলাহীর হুকুম পাইয়া ॥ আছমান উপরে তারে লিল উঠাইয়া স্থানে২ তামাম আছমান ফিরাইল ॥ এক শও বৎসর এয়ছাই গোজারিল ফের আদমের তরে ইলাহী রাব্বানা ॥ পয়দা কৈল এক ঘোড়া নামেতে ময়মনা * বড়ই খুসবুই ছিল সেইত ঘোড়ার ॥ মতি ও মুঙ্গার দুই বাজু ছিল তার * তাহাতে বসিল আদম আলাইহেচ্ছালাম ॥ হজরত জিব্রীল তার ধরিল লাগাম * বাম পাশে ইসরাফিল মিকাইল ডানে ॥ ফিরাইল তারে লিয়া তামাম আছমানে * সেই ওয়াক্তে হজরত আদম নেকনাম ॥ সকল ফেরেস্তা দিগে কহিল ছালাম * আচ্ছালামু আলাইকুম আদম কহিল ॥ ওয়ালাইকুমুচ্ছালাম ফেরেস্তা বলিল * এহি মতে আছমানেতে জওয়াব ছালাম ॥ আদম ফেরেস্তাদের হইত মোদাম * তার পরে আল্লাতালা কহে আদমেরে ॥ ইহা যে ছালাম হইল তোমার খাতেরে * আর তেরা আওলাদ মোমিন হবে যারা ॥ কেয়ামত লাগাত রহিবে এই ধারা * সেই হৈতে আদমের আওলাদ যতেক ॥ আপনেতে কহে তারা ছালাম আলেক অধীন আশ্রাফ কহে কেতাব কালাম ॥ নবীর কদমে মেরা হাজার ছালাম

* দোছরা বাব, ফেরেস্তাগণের পয়দায়েশের বয়ান *

পয়ার * আল্লার পেয়ারা বান্দা মোমিন সবায় ॥ খেয়াল করিয়া শুন লিখি যে হেথায় * পহেলাতে বারিতালা কুদরতে আপন ॥ পয়দা করিল চারি ফেরেস্তা কারণ * ইছরাফিল মিকাইল আর জিবরাইল ॥ মালেকুল মউত যার নাম আজরাইল * সর্ব্ব জাহানের যত বন্দোবস্ত কাম ॥ এই চার ফেরেস্তারে সুপিল তামাম * জিবরাইলে পহেলা সুপিল এই কাম ॥ আম্বিয়া সবার তরে পৌছাবে পয়গাম * মিকাইলে দিল ফের এই কারবার পানি আর রুজি বাটে সকল বান্দার * আরওয়ার মালেক হইল আজরাইল ॥ সিঙ্গা ফুকিবার কামে রহে ইছরাফিল * আব্বাছের বেটা

কহে এই সমাচার॥ মাঙ্গিলেন ইছরাফিল নিকটে খোদার * সাত আছমানের জোর আর জমিনের॥ বখশেশ করহ আল্লা আমার খাতের ইহাতে খোদায় তালা করিম জাহান॥ আছমান জমিনের জোর তাকে কৈল দান * পাহাড় পর্ব্বত আর তাকত হাওয়ার॥ বখশেশ করিল আল্লা খাতেরে তাহার * জ্বিন কি ইনছান আর পরেন্দা সবার॥ তাকত বখশিল তারে পাক পরওয়ার * আর পয়দা করে দিল খোদায় বরহক॥ পাও হৈতে পশম তামাম শির তক * এয়ছাই পশম তার সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়া॥ জবান আর মুখ তাতে রয়েছে ঢাকিয়া * হরেক জবান হইতে হাজার২॥ তছবি পড়িতে আছে খোদায়তালার * আর পয়দা করিয়াছে আপনি খোদায়॥ তার হর নিশ্বাসে একেক ফেরেস্তায় * সেই সব ফেরেস্তারা মিলে এক সাত॥ তছবি পড়িতে রহে হাশর লাগাত * আর তারা মোকর্‌রর হইল খোদার॥ আরশ উঠানে ওয়ালা কত হৈল আর * আর তারা আমল লেখেন বান্দাদের॥ ইছরাফিলের মতন ছুরত তাহাদের * হর দিন রাত ইছরাফিল তিন বার॥ নজর করিয়া দেখে দোজখ মাঝার দোজখের ভয়ঙ্কর চক্ষেতে দেখিয়া॥ চেল্লা কামানের মত পড়েন ঝুকিয়া করেন রোদন জারি হইয়া অস্থির॥ কান্দনেতে চক্ষের পানিতে বহে নীর যদি সে কান্দন খোদা মানা না করিত॥ আঁছুর পানিতে জমি ভরিয়া যাইত * তুফান তাহাতে ফের হইত জাহের॥ যে মতে হইয়াছিল ওয়াক্তে নুহের * লম্বা চওড়া ইছরাফিল হবে এইমত॥ নদী নালা কুঙা তালাবের পানি যত * সব ঢালা যায় যদি তাহার শিরেতে॥ এক বিন্দু পানি না পড়িবে জমিনেতে * সব পানি শুখাইয়া রবে তার গায়॥ এত্তা বড়া কদ তার করেছে খোদায় * ইছরাফিলের পাচ শ'ও সাল পরে সৃজন করিল মিকাইল ফেরেস্তারে * কিন্তু শির হইতে কদম তক তার জাফরানি পশম শরীরে বেশুমার * জমরুদ হইতে বাজু পয়দা কিয়া তার হাজার জবান হর পশম মাঝার * হর চক্ষু দোওয়া মাঙ্গে কান্দিয়া২॥ গোনাগার মোমিনের নাজাত লাগিয়া * হরেক জবান হতে খোদার দরগায় মোমিনের তরে মাফ মাঙ্গেন সদায় * আর তার হরিয়েক চক্ষের পানিতে সত্তর হাজার বুন্দ রহে বরষিতে * হর বুন্দে সৃজন একেক ফেরেস্তার॥ মিকাইল মত রূপ দিয়া সবাকার * সেই সব ফেরেস্তা মিলিয়া একসাত তছবিহ পড়িতে রহে হাশর লাগাত * করিম হইল নাম তাহা সবাকার মদদ করেন মিকাইল ফেরেস্তার * পানি বর্ষাইতে কেহ আছে মোকর্‌রর

কেহ গাছ আনাজ তরকারী ফল পর * বরঞ্চ যতেক বুন্দ যত দরিয়ায়॥ আর যত ফল হয় দরক্ত মাঝার *আর যত ঘাস পয়দা হয় জমিনেতে॥ একেক ফেরেস্তা মোতাইন হয়েকেতে * পাচশও সাল মিকাইলের হইলে সৃজন করিল ফের হজরত জিবরীলে * হাজার আর ছয় শত বাজু আছে তার॥ জাফরানি পশম শরীরে ভরা তার * এক সূর্য্য আছে দোন চক্ষের মধ্যেতে॥ এক বিন্দু এক তারা হর পশমেতে * হর রোজ তিন শও আর আটবার॥ নুরের দরিয়া বিচে খেলিয়া সাতার * কিনারে উঠেন যবে দরিয়া থাকিয়া॥ বাজু হতে পানি তার গেরে টপকিয়া * সে সকল পানি দিয়া আপনি খোদায়॥ হর বুন্দে সৃজেন একেক ফেরেস্তায় * তাহাদের গায়ে জিবরাইলের ছুরত॥ তছবি পড়িবে তারা হাশর যাবত রুহানি হইল কিন্তু নাম তাহাদের॥ ছুরত পাইল মালেকুল মউতের * জাহেরা ছুরত ইছরাফিলের সমান॥ সেইমত বাজু আর চেহেরা জবান *

* তিছরা বাব, মউতের পয়দায়েসের বয়ান *

পয়ার * মউতের পয়দায়েস শুনহে ইছলাম॥ যেমতে কহেন নবী আলাইহেচ্ছালাম * যখনে খোদায় তালা মউতের তরে॥ হাজার পর্দ্দার ভিতরেতে পয়দা করে * আছমান হইতে বড় তাহাকে করিল॥ সত্তর হাজার জিঞ্জিরেতে বান্ধা ছিল * একেক জিঞ্জির তার এমন ডাঙ্গর লম্বাইতে হইবেক হাজার বৎসর * এই সব জিঞ্জিরে মউত বান্ধা ছিল আর কোন ফেরেস্তা সেখানে নাই ছিল * তাহার মোকাম কোথা কেহনা জানিত॥ আর তার আওয়াজ শুনিতে না পাইত * পয়দা নাহি হৈয়া ছিল আদম যখন॥ ফেরেস্তারা না জানিত মউত কেমন * তার পরে আজরাইলে কহিল খোদায়॥ মউত উপরে কৈনু গালেব তোমায় * আজ্রাইল কহেন ফের হুজুরে খোদার॥ মউত কাহারে বলে কিবা সে ব্যাপার এবাতে হুকুম কৈল আপনি কাদের॥ যত পর্দ্দা ছিল চারি পাশে মউতের হুকুম পাইয়া সব আলগ হইল॥ আজব ছুরত মউতের দেখাইল * ফেরেস্তা সবাকে খোদা ফরমাইল ফের॥ খাড়া হয়ে দেখহ ছুরত মউতের হুকুম পাইয়া সবে উঠে খাড়া হৈল॥ মউতের তরে খোদা হুকুম করিল চক্ষু মেলে আপনার সব বাজু দিয়া॥ ফেরেস্তা সবার উপরেতে উড় গিয়া খোদার হুকুম যবে মউত পাইল॥ ফেরেস্তা সবার পরে উড়িতে লাগিল ফেরেস্তারা মউতের ছুরত দেখিয়া॥ হাজার বৎসর রহে বেহুশ হইয়া * তার পরে হুশ যবে হইল সবার॥ আরজ করিয়া পুছে হুজুরে খোদার *

আয় আল্লা আমাদের পরওয়ার দেগার ॥ মউত্ত হইতে বড় কেবা আছে আর * কহিল খোদায়তালা মালেক জাহান ॥ এর হতে বড় আমি জানহ সন্ধান * এহাকে ভি পয়দা আমি করিয়াছি আর ॥ সকল মখলুকে মজা চিখিবে ইহার * তারপরে আজরাইলে কহিল খোদায় ॥ মউতের মালেক আমি করিনু তোমায় * আজরাইল কহে ফের নিকটে খোদার ॥ কি জোরে মউতে আমি করি তাবেদার * বড় জবরদস্ত বটে এই জোরওয়ার ইহাকে ধরিতে শক্তি নাহিক আমার * এ কথা শুনিয়া খোদা তাকত বখশিল ॥ আজ্রাইল মউতেরে যাইয়া ধরিল * মউত আরজ করে হুজুরে খোদার ॥ হুকুম পাইলে তেরা হাঁকি একবার * হাঁকিতে খোদায়তালা হুকুম করিল ॥ বড় শব্দ আওয়াজেতে কহিতে লাগিল * এয়ছাই মউত আমি কহি বার২ ॥ বিচ্ছেদ ডালিয়া দেই অন্তরে সবার * এয়ছাই মউত মোরে সৃজিলেক খোদা ॥ জরু হইতে খছমেরে করে দেই জুদা * বাপ হতে বেটাকে করিয়া দেই দুর ॥ এয়ছাই মউত মোরে করেছে জহুর * ভাই হৈতে বহিনেরে আলাদা করিয়া ॥ দোছরা জায়গাতে তারে রাখি ছাপাইয়া * বড় বড় পাহালওয়ান বড় ফীলতন ॥ মোর হাত হৈতে না বাঁচিবে একজন * এয়ছাই মউত মোরে কৈল পাকজাত ॥ উজার করিয়া দেই কত মাকানাত * যদি কেহ বড়া উচা গুম্বুজে থাকিবে ॥ আমার চোঙ্গল হইতে তবু না ছুটিবে * এয়ছা কেহ নাহি আছে জীবের মাঝার মউতের মজা না চিখিবে একবার * তারপরে শুন সবে যত বেরাদর ॥ কেতাবেতে লিখিয়াছে এয়ছাই খবর * মরিবার ওয়াক্ত যবে হয়ত যাহার মউত ছামনে আইসে রূপ ধরে তার * রুহু তার মউতেরে পুছে এ কালাম ॥ কি খাতেরে এলে হেথা কিবা তেরা নাম * মউত তাহারে বলে না চিনিলে মোরে ॥ দুনিয়া হইতে লিয়া যেতে আইনু তোরে * করিব আওলাদে তেরা এতিম এছির ॥ বেওয়া করে যাব তেরা আওরত খাতির * মাল তেরা মিরাছ করিব দোছরার ॥ জেন্দেগীতে না করেছ যাহাকে পিয়ার * কিছু নেকি না করিলে আখেরের তরে ॥ এখন পৌছিনু আমি তেরা বরাবরে * রূহ তার এ কালাম শুনিবে যখন ॥ দোছরা তরফে মুখ ফিরাবে তখন * তবু মউতের দেখা পাবে ছামনেতে ॥ আবার ফিরাবে মুখ দোছরা দিগেতে * এইমতে যে তরফে মুখ ফিরাইবে ॥ মউতেরে আপনার ছামনে দেখিবে * মউত হাঁকিয়া ফের কহিবে তাহারে ॥ সেইত মউত আমি না চিন আমারে * তোমার বাপের রূহ

লিনু নেকালিয়া ॥ তুমিত তাহার পানে ছিলে তাকাইয়া * তোমা হৈতে না হইল কিছু তার কাম ॥ আখেরে আমার হাতে হইল তামাম * আজ তেরা রূহ আমি লিব নেকালিয়া ॥ তোমার ফরজন্দ বস থাকিবে চাহিয়া তাহাদের হইতে কাম তেরা না হইবে ॥ আখেরে আমার হাত হৈতে না বাঁচিবে * সেইত মউত আমি কহি বার২ ॥ জবরদস্ত লোকে আমি করি ছারখার * তারপরে মালেকুল মউত পুছে তারে ॥ কহত কিরূপ দেখিয়াছ দুনিয়ারে * একথা শুনিয়া দিবে জওাব তাহাকে ॥ বড় দাগাবাজ দেখিয়াছি দুনিয়াকে * তখনি খোদায়তালা পাক পরওয়ার ॥ করিবে দুনিয়া পয়দা সামনে তাহার * দুনিয়া কহিবে তারে ওহে গোনাগার ॥ ইহাতে শরম কিছু না হৈল তোমার * গোনা কাম কৈলে তুমি আমার উপরে ॥ গোনা হৈতে বাজ না রাখিলে আপনারে * হামেশা তলব তুমি করিছ আমারে না দেখেছি ফিরে আমি কখন তোমারে * হারাম হালাল তুমি না কৈলে লেহাজ ॥ আমার বদনামী কেন কর দাগাবাজ * এয়ছাই গুমর দেলে আছিল তোমার ॥ দুনিয়া হইতে জুদা না হইব আর * কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়িয়া এবে যাই ॥ যে আমল করিলে তুমি লয়ে থাক তাই * তারপরে দেখিবেক মাল আপনার ॥ বেবাক পড়িয়া গেছে হাতে বেগানার মাল তার এইবাত কহিবে তাহারে ॥ নাহক হাছেল তুমি করিলে আমারে জেন্দেগী ভরিয়া যত করিলে কামাই ॥ তামাম ফেলিয়া গেলে বেগানার ঠাই গরীব কাঙ্গালে কভু না দিলে খয়রাত ॥ আজ মোরে ফেলে গেলে বেগানার হাত * কোরাণেতে কহিয়াছে ইলাহী আলমিন ॥ কামে না লাগিবে মাল হাশরের দিন * কেয়ামতে মাল আর ফরজন্দ ইয়ার ॥ কামে না আসিবে এরা কখন কাহার * কিন্তু যারে আল্লাতালা দিয়াছে ঈমান ॥ উদ্ধারিয়া যাবে সেই হাশর ময়দান * তার পরে রূহ তার কবে এই বাত ॥ আয় আল্লা দয়ার সাগর পাকজাত * দুনিয়াতে ফের মোরে দেহ পাঠাইয়া ॥ যত নেক আমল আমি আসিব করিয়া * যত কিছু মালমাত্তা আছেত আমার ॥ সকল লুটাব আমি রাহেতে তোমার * ইহার জওয়াব দিবে আপনি খোদায় ॥ ঘণ্টা ভর ছুটি আর না হবে তোমায় * হায়াত থাকিতে ছিল উচিত ইহার ॥ কি হইবে এখন পস্তালে বার বার * একথা শুনিয়া রবে আফছোছ করিয়া ॥ সেই ওয়াক্তে রূহ তার ধরিবে আসিয়া * যদি সেই নেক মর্দ্দ মোমিন হইবে ॥ আছানের সাতে তার রূহ নেকালিবে * মোনাফেক হয় যদি সেই গোনাগার ॥ আজাব করিয়া রূহ নিকালিবে তার

যেয়ছাই খোদায়তালা আপে ফরমিয়াছে ॥ নেকের আমল নামা বেহেস্তেতে আছে ✻ বদের আমল নামা ছিজ্জিন দোজখে ॥ পয়ার প্রবন্ধে আশরাফ তাহা লেখে ✻

✻ চৌথা বাব, মালেকুল মউত কি মতে আরওয়াহ্ ✻
✻ কবজ করে তাহার বয়ান ✻

রওয়ায়েতে করিয়াছে বেন্নে ছোলেমান ॥ ছলবি কেতাবে আছে এমন বয়ান ✻ সপ্তম আছমানে যম দূতের মাকান ॥ কেহ কহে চতুর্থ আছমানে তার স্থান ✻ নুরেতে তাহাকে পয়দা কৈল পরওয়ার ॥ চার লক্ষ সত্তর হাজার পর তার ✻ জবান চক্ষু সব অজুদ মাঝার ॥ স্থানে২ শরীর ভরিয়া আছে তার ✻ যতেক খলক পয়দা কৈল পরওয়ার ॥ ইনছান হায়ওয়ান আর যত জানদার ✻ সবার কারণে তার শরীরের বিচে ॥ এক চক্ষু এক মুখ এক হাত আছে ✻ রূহকে কবজ করে সেই হাত দিয়া ॥ সামনের মুখে দেখে নজর করিয়া ✻ যেখানে যত্তেক জীব আছে জানদার ॥ সেই মুখ দিয়া রূহ নিকালে সবার ✻ যদিস্বাৎ মরে কেহ এই দুনিয়ায় ॥ এক চক্ষু তাহার শরীর হৈতে যায় ✻ দোছরা কেতাবে লেখে এমত জেকের চার মুখ আছে মালেকুল মউতের ✻ এক মুখ সামনেতে দোছরা শিরেতে তেছরা পিছেতে চৌথা দুপার নীচেতে ✻ আম্বিয়া আউলিয়া আর যত ফেরেস্তায় ॥ মাথার মুখেতে রূহ নিকালে সবায় ✻ আর যত মোমিন আর যত মুসলমান ॥ সামনের মুখেতে নিকালে সবার জান ✻ যেই মুখ আছে তার তরফে পীঠের ॥ তাহাতে নেকালে রূহ যত কাফেরের ✻ যেই মুখ আছে তার দুই পাও তলে ॥ জ্বিন সকলের রূহ তাহাতে নেকালে ✻ তার এক পাও দোজখের পুল পরে ॥ আর এক পাও বেহেস্তের তক্তপরে আর এয়ছা অজুদ মালেকুল মউতের ॥ কেতাবের বিচে আছে তাহার জেকের ✻ নদী নালা তালাব দরিয়া সমুদ্দুর ॥ জাহানেতে পানি যত আছে ভরপুর ✻ সব পানি যদি তার শিরেতে ঢালিবে ॥ এক ফোটা পানি নাহি নীচেতে গিরিবে ✻ সব পানি শুখাইয়া রবে তার গায় ॥ এত্তা বড়া করে তারে সৃজিল খোদায় ✻ আর যেই মালেকুল মউত জাহান ॥ তামাম দুনিয়া দেখে থাঞ্চার সমান ✻ যেয়ছা কেহ কোন চিজ থাঞ্চাতে পুরিয়া দোছরাকে এনে দেয় খাবার লাগিয়া ✻ খানে ওয়ালার যাহাতে খায়েশ দেলে হয় ॥ আপনার মন মত চুনে২ খায় ✻ সেইমত মালেকুল মউত বলবান ॥ উলট পালট করে তামাম জাহান ✻ টাকা যেয়ছা লাড়া চাড়া

সকলেতে করে॥ মালেকুল মউত তেয়ছা খলক ভিতরে ❋ এয়ছাই খবর কেতাবেতে লিখিয়াছে॥ মালেকুল মউত আইসে নবীদের কাছে তাহার খলিফা তাবেদার আছে যারা॥ হায়ওয়ানের রূহ পরে মোতাইন তারা ❋ কেতাবের বিচে এমত গেল জানা॥ যে ওয়াক্তে খোদায় তালা ইলাহী রব্বানা ❋ ফানা করিবেন সব জমিন আছমান॥ বাকী না রহিবে কেহ হায়ওয়ান ইনছান ❋ সেই ওয়াক্তে মালেকুল মউতের আঁখ॥ শরীর হইতে পড়ে যাইবে বেবাক ❋ কিন্তু আটজন বাকি রহিবে বাচিয়া॥ তাহার বয়ান কহি শুন দেল দিয়া ❋ ইস্রাফিল মিকাইল জিবরাইল আর আজরাইল আর চারি আরশ বরদার ❋ যখন জেন্দেগী পুরা হইবে বান্দার তাহার পাহচান হবে এমত প্রকার ❋ সেই ওয়াক্তে লেখন মউত মরদের আসিবে হুজুরে মালেকুল মউতের ❋ মালেকুল মউত তবে করিবে আরজ॥ কখন বান্দার জান করিব কবজ ❋ কিহালে কেমন রূপে উঠিবে সবায়॥ ইহার জওয়াব দিবে আপনি খোদায় ❋ ওহে যমদূত এই গায়েবী কথন॥ আমি বিনে জানিতে নারিবে কোনজন ❋ কিন্তু সেই ওয়াক্ত যবে পৌছিবে আসিয়া॥ তার আলামত সব দিবে বাতাইয়া ❋ যে ফেরেস্তা রূহ পরে আছে মোতাইন॥ সে আসিয়া আজ্রাইলে কবে সেইদিন ❋ ফলানা বান্দার যত হায়াত আছিল॥ তাহার জেন্দেগী আজ তামাম হইল ❋ আর যেবা আছিল রুজিতে মোকরর॥ সে আসিয়া আজ্রাইলে পৌছাবে খবর রুজি ও আমল যত ফলানা বান্দার॥ সব ফুরাইল কিছু বাকী নাহি আর এতে যদি সেই বান্দা হয় গোনাগার॥ খত এক ছিয়াহি হইবে নামে তার তারপরে সেই খত কালা ছিয়াহের॥ সামনে আসিবে মালেকুল মউতের আর যদি সেই বান্দা হবে নেককার॥ এক খত নুরানী জাহের হবে তার তারপরে যেই গাছ আরশের নীচে॥ খলকের শুমারেতে পাতা সেই গাছে ❋ সেই পাতা যখনেতে ঝরিয়া পড়িবে॥ সেই ওয়াক্তে রূহ তার কবজ হইবে ❋ কহেন হজরত নবী এমত বয়ান॥ এক গাছ পয়দা করিয়াছে ছোবহান ❋ সেই যে দরক্ত আরশের নীচে আছে॥ খলকের শুমারেতে পাতা সেই গাছে ❋ যতেক খলক পয়দা আছে দুনিয়ায়॥ হরেকের নাম লেখা একেক পাতায় ❋ যখন জেন্দেগী পুরা হয়ত কাহার চল্লিশ রোজ বাকী রৈতে উম্মর তাহার ❋ ঐ পাতা আর তার নাম লেখা যাতে॥ খসিয়া পড়িবে আজরাইলের সাক্ষাতে ❋ তাহা দেখে আজরাইল হয়ে খবরদার॥ রূহ নেকালিতে তার থাকেন তৈয়ার ❋ ইহাতে আছমানে

সেই মাইয়্যেত কহলায়॥ জমিনে চল্লিশ রোজ জেন্দা বলে তায় * আরএক রওায়েতে গিয়াছে কহিয়া॥ এক লেখা কাগজেতে পৌছিবে আসিয়া * সে কাগজ মালেকুল মউতের ঠাই॥ খোদার হুজুর হৈতে পৌছিবে এয়ছাই * তাহাতে থাকিবে নাম লেখা যে জনার॥ সেই ওয়াক্তে কবজ হইবে রূহু তার * আর সেই মোকামের জেকের থাকিবে॥ যে জায়গায় রূহু তার কবজ হইবে * আর যার মরণ হইবে যে রূপেতে॥ তামাম থাকিবে লেখা সেই কাগজেতে * জেকের করিল আবু লায়েছ আপেতে দুই কাতরা উঠে আরশের নীচে হইতে * এক কাতরা ছফেদ আর ছবুজ দোছরা॥ হরেকের নামে উতারিবে এই ধারা * ছফেদ কাতরা উতারিবে নামে যার॥ তবেত তাহাকে জানা যায় নেককার * ছবুজ কাতরা যার নামে গেরা যায়॥ বদকার বলিয়া মালুম করে তায় * কিন্তু মউতের জায়গা যেথা হবে তার॥ তাহার দলিল ইহা কেতাব মাঝার * পয়দা কিয়া আল্লাতালা আপে জোলমানান। একেক ফেরেস্তা হর বান্দার কারণ রেহেমের ফেরেস্তা বলিয়া তার নাম॥ খোদার হুকুমে সেই করে এইকাম যখন বাপের মণি পড়ে মায়ের পেটে॥ রেহেমের ফেরেস্তা সে মণিকে লেপটে * যেখানে মউত যার লিখিছে খোদায়॥ সে জায়গার মাটী লিয়া ঐ ফেরেস্তায় * মাটী আর ঐ মণি একত্র করিয়া॥ মায়ের শেকেমে তাহা দেয় লেপটিয়া * পয়দা হইয়া সেই যেথা সেথা ফিরে॥ আখেরে মউতের জায়গায় গিয়া মরে * এইবাত পরে এক আছেত নকল॥ তরজমা তাহার এই লিখি সে সকল * মালেকুল মউত আগেকার জমানাতে॥ আসিতে ছিলেন সব লোকের সাক্ষাতে * যেয়ছা একদিন নবী ছোলায়মান যেথা মালেকুল মউত এসে উতারিল সেথা * জওয়ান এক বসোছিল নবীজির স্থানে॥ গরম নজরে যে তাকিল তার পানে * তবে সে জওয়ান দেলে দহশত পাইয়া॥ কাঁপিতে লাগিল বড় অস্থির হইয়া * পরে আজরাইল যদি রোখছত হইল॥ জওয়ান নবীর আগে কহিতে লাগিল * হাওয়াকে হুকুম কর আপে পয়গাম্বর॥ পৌছাইয়া দেয় মোরে চীনের শহর * একথা শুনিয়া নবী হুকুম করিল॥ হাওয়া লিয়া চীনে তাকে পৌছাইয়া দিল * চীনেতে পৌছিতে তার হইল মরণ॥ যেখানে মউত যার না হয় খণ্ডন ফের একরোজ আজ্রাইল সেইভাত॥ নবীর হুজুরে এসে কৈল মোলাকাত মালেকুল মউতে নবী পুছিল যখন॥ জওয়ানের পরে খাফা ছিলে কি কারণ * কহিল আমাকে ছিল এয়ছাই ফরমান॥ সেই রোজ চীনে

নিকালিতে তার জান * ইহাতে দেখিনু তারে হুজুরে তোমার ॥ গোশ্‌শা হইল বড় দেলেতে আমার * নবীজি কহেন তার যত সমাচার ॥ যেরূপে সে চীনে গেল মদদে হাওয়ার * মালেকুল মউত কহে আমি সেই রোজ চীনেতে উহার রূহ করেছি কবজ * এই দলিলের খুব পাইনু প্রমাণ ॥ যেখানে মউত যার সেথা চলে যান * দোছরা হাদীছে আছে এমত জেকের ॥ অনেক লস্কর মালেকুল মউতের * তারাই কবজ রূহু করে সকলেতে ॥ যেথা এক রওয়ায়েতে আছে কেতাবেতে * এক ব্যক্তি হামেহাল উঠাইয়া হাত ॥ খোদার হুজুরে সে করিত মোনাজাত * আমাকে বখশহ আপে ঐ ফেরেস্তারে ॥ মোতাইন আছে যেবা সূর্য্য উপরে তারপরে সে ফেরেস্তা হুজুরে খোদার ॥ হুকুম চাহিল তার কাছে যাইবার হুকুম মিলিল তারে হুজুর হইতে ॥ জওয়ানের কাছে এসে লাগিল কহিতে বহুত করিলে দোয়া আমার কারণ ॥ কি আছে হাজত তেরা কহত এখন জওয়ান কহিল এই মতলব আমার ॥ উঠাইয়া লেহ মোরে মোকানে তোমার * আর এই বাত পুছি মালেকুল মউতে ॥ মউতের তারিখ আমারে বাতাইতে * ইহাতে ফেরেস্তা ঐ জওয়ানেরে লিয়া ॥ সুরুজের নিকটে দিলেন পৌছাইয়া * আপে যেয়ে মালেকুল মউতের স্থান ॥ ঐ জওয়ানের কথা করিল বয়ান * একজন আদমের ফরজন্দ হইতে ॥ এই দোয়া করিতেন নামাজ পড়িতে * আমাকে বখশহ আর ঐ ফেরেস্তারে মোতাইন যেই আছে সূরুজ উপরে * এবে সে মতলব রাখে দেলেতে এয়ছাই ॥ আমি তার মউতের ঠিকানা বাতাই * তবে সেই মউতের পেয়ে সমাচার ॥ আপনা মউত পরে থাকিবে তৈয়ার * মালেকুল মউত তার এবাত শুনিয়া ॥ কহিতে লাগিল তার কেতাব দেখিয়া * তাহার মরতবা এয়ছা হুজুরে খোদার ॥ দুনিয়াতে মউত নাহিক হবে তার * যাবত মজলেছে তেরা সুরুজের ঠাই ॥ না বসিবে তাবত মউত তার নাই ফেরেস্তা কহিল মালেকুল মউতেরে ॥ সেত এসে বসে আছে সুরুজ হুজুরে * মালেকুল মউত কহে শুন মেহেরবান ॥ আমার ছুরতে তার নিকালিবে জান * কিন্তু যে ছুরতে মরে হায়ওয়ান তামাম ॥ কহিয়াছে আপে নবী আলাইহেচ্ছালাম * যত জানওয়ার আছে আলমে আল্লার ॥ সকলে মশগুল থাকে জেকেরে খোদার * জেকের হইতে তারা যবে থাকে বাজ ॥ সে ওয়াক্তে কবজ রূহ করে পাকবাজ * মালেকুল মউতের এতে না আছে দখল ॥ আপনি কবজ করে এ রূহ সকল * আর এইমত

কহে বাজে ওয়ালামায় ॥ সমস্ত যে জান করে কবজ খোদায় * নাম খালি মালেকুল মউতের দিছে ॥ যেয়ছা কহে ফলানাকে ফলানা মেরেছে * কিম্বা মরে ফলানা, ফলানা বিমারীতে॥ মরিয়া গিয়াছে এই দুনিয়া হইতে তেছরা মালেকুল মউতের খালি নাম ॥ মারন বাচান সব ইলাহীর কাম কহে হীন আশ্রাফ ভাবিয়া খোদায়॥ মউতের শক্তি হইতে বাঁচাবে আমায়

* পঞ্চম বাব—রুহের জওয়াবের বয়ান *

হাদীছেতে আসিয়াছে এমত কালাম ॥ যেই ওয়াক্তে মালেকুল মউত নেক নাম * এরাদা করেন রুহ কবজ করিতে ॥ সে রুহ জওয়াব তাকে দেয় এ রূপেতে * না মানি হুকুম আমি তোমার কখন॥ খোদার হুকুম নাহি পাই যতক্ষণ * মালেকুল মউত ফের কহেন রুহেরে॥ আমাকে হুকুম দিয়াছেন পরওয়ারে * তবে রুহ বলে তুমি হুজুর হইতে॥ কি দলিল আনিয়াছ মোরে লিয়া যেতে * আমাকে খোদায়তালা আপে পয়দা কিয়া ॥ কালেবের বিচে দিল দাখেল করিয়া * নাহি জানি কোথা তুমি তখন আছিলে ॥ এবে যে আমাকে তুমি নিকালিতে আইলে * মালেকুল মউত এই জওয়াব পাইয়া॥ খোদার নিকটে ফের যাবেন চলিয়া দেখিয়া কবেন খোদা পাক পরওয়ার ॥ খুব রাছ বটে রুহ আমার বান্দার ওহে আজরাইল তুমি বেহেস্তে যাইয়া॥ এক ছেব কিম্বা এক আঙ্গুর আনিয়া * দেখাও শেতাব মেরা বান্দার রুহেরে॥ তবে সে খোশাল হবে তোমার উপরে * একথা শুনিয়া আজরাইল নেকনাম ॥ এক ছেব যাতে লেখা বিছমিল্লা তামাম * সেই ফল বেহেস্তের বাগান হইতে॥ রুহকে দেখায় লিয়া তাজিমের সাতে * সে ফল দেখিয়া বড় খোশাল হইয়া॥ আপনা কালেব হৈতে পড়ে নিকালিয়া * হীন আশরাফ কহে দরগায় খোদার ॥ এয়ছাই খুশীতে রুহ নেকালে সবার *

* ছটঙা বাব—মোমিনের রুহের জওয়াবের বয়ান *

পরার * হাদীছেতে আসিয়াছে এয়ছাই খবর॥ তাহার বয়ান আমি লিখি ছরাছর * যখন এরাদা করে আপে ছোবহান ॥ কোন বান্দা মোমিনের নিকালিতে জান * সেই ওয়াক্তে মালেকুল মউত জোরওয়ার মুখ পানে আইসে রুহ নিকালিতে তার * তবে মুখ হৈতে তার নেকলে জেকের ॥ আর কহে মালেকুল মউত খাতের * চলে যাও হেথা রাস্তা নাহিক তোমার॥ খোদার হুজুরে সদা জেকের আমার * মালেকুল মউত এই জওয়াব পাইয়া ॥ খোদার নিকটে ফের কহেন যাইয়া * মালেকুল

মউতে তবে কবে পরওয়ার ॥ দুছরা তরফে রুহ নেকাল তাহার * তার পরে হাত পানে আসে আরবার॥ হাত বলে হেথা নাহি দখল তোমার * কেননা আমাকে দিয়া ছদকা বাটিয়াছে ॥ আর এতিমের শিরে মুঝে করিয়াছে * আরকত কেতাবাদি লিখেছে দীনের ॥ তলওয়ারে কেটেছে কত কাফেরের ছের * তার পরে আসে ফের দুই পাও পানে ॥ সেহ বলে স্থান নাহি তোমার এখানে * কেননা হামেশা চলিয়াছে মোরে দিয়া ॥ জুম্মা আর ঈদায়েন নামাজ লাগিয়া * আর কত আলেম আর ফাজেলের কাছে ॥ আমার ছববে সেথা চলিয়া গিয়াছে * সেথা হৈতে আসে ফের দুই কান দিগে ॥ তারা বলে কেন এলে মোদের নজদিগে * এ মর্দ্দ কোরআণ আর খোদার জেকের ॥ হামেশা শুনেছে কত ছববে মোদের * সেথা হৈতে দুই চক্ষু পানে আসে ফের ॥ তাহারা জওয়াব দেয় তাহার খাতের * এই মর্দ্দ কোরানেতে করেছে নজর ॥ আর তাকিয়াছে আলেমের মুখ পর * এইমতে সবা হৈতে জওয়াব পাইয়া ॥ মালেকুল মউত যায় নাউম্মেদ হইয়া * খোদার নিকটে ফের অমনি যাইয়া ॥ সকল মাজেরা কহে বয়ান করিয়া * দরগা বারি হইতে হুকুম হয় ফের ॥ ওহে আজরাইল বলি তোমার খাতের * লিখিয়া আমার নাম তেরা হাত পরে যাইয়া দেখাও মেরা বান্দার খাতেরে * মালেকুল মউত তবে নাম ইলাহীর ॥ লিখিয়া দেখায় সেই রুহের খাতির * রুহ ইলাহীর নাম নজরে দেখিয়া ॥ খুশীতে কালেব হতে পড়ে নেকলিয়া * দেখ ভাই যার নাম মউত আছান ॥ কি তাজ্জব আখেরে হইবে পরিত্রাণ *

* সাতওঁা বাব—মউতের ওয়াক্তে মোমিন বান্দার ঈমান শয়তান কি মতে ছিনে লয় তাহার বয়ান *

হাদীছ বিচেতে এয়ছাই সমাচার ॥ মউত আসিলে কোন মোমিন বান্দার সেই ওয়াক্তে শয়তান খবিছ দুরাচার॥ বায়ের তরফে এসে বসিয়া তাহার * খাহেশ দেলায় তারে এয়ছাই কালাম ॥ দীন ইছলামিকে তুমি ছাড়িয়া তামাম * মুখে কহ দুই খোদা আছে দুনিয়াতে ॥ তবে সে বাঁচিবে মউতের আজাবেতে * দেখ ভাই যদি হয় এমন আস্কার ॥ ঈমান বাচান এতে দেখি বড় ভার * এখন উচিত এই বান্দা সবাকায় ॥ আহাজারি করে সবে খোদার দরগায় * রাতকালে একিদাতে হইয়া মাবুদ॥ হামেশা করেন সবে রুকু ও ছজুদ * তবেত শয়তান খবিছের বদি হৈতে ॥ ঈমান লইয়া সে যাইবে ছালামতে * ছওয়াল করিল ফের আবু

হানিফায় ॥ ঈমান বরবাদ হয় বল কি গোনায় * তাহার জওয়াব আপে দিলেন এয়ছাই ॥ তিন প্রকার গোনাতে ঈমান থাকে নাই * পহেলাতে ঈমানের না করা শোকর ॥ দুছরা মউত বলে নাহি রাখা ডর * তেছরা লোকের পরে জুলুম করিলে ॥ ঈমান বরবাদ হয় তার এক কালে * এতিন খাছলত জান যাহার হইবে ॥ দুনিয়া হইতে সেই কাফেরে উঠিবে কিন্তু যারে নেকবক্ত করেছে খোদায় ॥ কোন বাতে গম তার নাহিক হেথায় * আর বাজে কেতাবেতে এইমত বলে ॥ মউতের ওয়াক্ত কোন বান্দার পৌছিলে * পেয়াসেতে কলেজা কাবাব হয় তার ॥ পানি২ বলে ডাক ছাড়ে বারবার * সেই ওয়াক্তে শয়তান খবিছ দুরাচার ॥ ঈমান লুটিয়া লিবে কাবু পেয়ে তার * কেননা মউত কালে থাকে বেকারার ॥ পানির পেয়াসে হয় কলেজা আঙ্গার * সেই সময়ে শয়তান কমিনা দুরাচার ॥ পানির পেয়ালা লিয়া কাছে আসে তার * পানির পেয়ালা তবে সামনেতে লিয়া ॥ নাড়াচাড়া করে পানি তারে দেখাইয়া * সেই সময়ে তার ঠাই পানি পিতে চায় ॥ ইবলিস বলিয়া না চিনিতে পারে তায় * ইবলিস শয়তান তারে কবে এয়ছা ভাত ॥ তবে পানি দেই যদি রাখ মেরা বাত এই বাত কহ খালি মুখেতে আপন ॥ দুনিয়ার মালেক নাহিক কোনজন তবে তোকে এই পানি পেলাইয়া যাই ॥ না কহিলে মোর কাছে পানি পাবে নাই * যাহার নছিবে নাই আখেরে নাজাত ॥ সেইত মানিয়া লেয় ইবলিসের বাত * পেয়াসের তাব সেই সহিতে নারিয়া ॥ পরাণ বাচায় সে ঈমান বদলিয়া * যে জন ভুলিল ভাই ইবলিসের বাতে ॥ কাফের হইয়া গেল দুনিয়া হইতে * আখেরের নেয়ামত যাহার কপালে ॥ ইবলিসের বাত সেই না আনে আমলে * হাকাইয়া দেয় সেই ইবলিসের তরে ॥ তাহার মেছেল শুন যত বেরাদরে * আবু জাকারিয়া নামে জাহেদ এক ছিল ॥ মউত তাহার যবে আসিয়া পৌছিল * জাহেদের দোস্ত এক ছিল হুশিয়ার ॥ মউতের সমে এল নিকটে তাহার * শিরানে বসিয়া তারে কালেমা শিখায় ॥ মাবুদ নাহিক কেহ খোদার ছেওয়ায় * মোহাম্মদ তার ভেজা আর বান্দা তার ॥ গাওয়াহি দিলাম আমি এ সব কথার * এ কালাম জাহেদেরে শিখায় যখন ॥ ফিরাইয়া লিত মুখ জাহেদ আপন ফের ঐ কালাম তারে পড়ায় দুবারা ॥ তাহাতেও মুখ ফিরাইল সেই ধারা তেছরা বারেতে ফের শিখায় তখন ॥ গোস্বা হয়ে বলে ইহা না কব কখন এ কথা শুনিয়া তার দোস্ত পেরেশান ॥ মউত কালেতে কেন ঘটিল

নিদান * তার পরে কতক্ষণে হুশেতে আসিয়া * কাহলেন সবাকার পানে তাকাইয়া * তোমরা আমায় কেহ কিছু বলে ছিলে॥ তাহার জওয়াব ফের দিলেন সকলে * কালেমা শাহাদত তুঝে ছিনু পড়াইতে॥ দুইবার মুখ তুমি ফেরাইলে তাতে * তেছরা বারেতে ফের পড়ানু যখন বলিলে এবাত আমি না কব কখন * জাহেদ কহিল তবে শুন মেহেরবান এসেছিল মোর কাছে ইবলিছ শয়তান * পানির পেয়ালা এক হাতে করে লিয়া॥ আমার ডাহিন তরফেতে খাড়া হইয়া * মোরে দেখাইয়া পানি ছিল নাড়িবার॥ কহিল কি আছে তেরা পানির দরকার * আমি কহিলাম পানি পেলাও সেতাব॥ শয়তান খবিছ ফের দিলেক জওয়াব আগে তুমি কহ খোদাতালা কেহ নাই॥ তবে তুঝে এই পানি এক্ষণে পেলাই * একথা শুনিয়া আমি মুখ লিনু ফিরে॥ ঐ কথা আবার কহিতে কৈল মোরে * তাহাতে ফিরানু মুখ ফের মেহেরবান॥ তবু না ছাড়িল পিছা কমিনা শয়তান * তেছরা দফায় যদি কহিল আবার॥ গোস্বা হয়ে কৈনু বাত না মানি তোমার * এ কথা শুনিয়া সেই পানি ফেলে দিয়া॥ আমার নিকট হইতে গেল পালাইয়া * তোমরা একিন এবে কর সকলেতে॥ রদ করে ছিনু আমি শয়তানের বাতে * মুখ ফিরাইয়া ছিনু শয়তান হইতে॥ না ছিনু বেজার আমি তোমাদের সাথে এবে আমি গাওয়াহি দিতেছি বার বার॥ দোছরা মাবুদ নাহি ছেওয়ায় খোদার * মোহাম্মদ খাছ বান্দা ভেজা যে তাহার॥ গাওয়াহি দিলাম আমি এসব কথার * শুনহ আল্লার বান্দা যতেক মোমিন॥ কেয়ছা ওয়াক্তে দাগা দেয় শয়তান কমিন * উম্মর ভরিয়া করে যে কিছু হাছেল ঘড়িতে লুটিয়া লেয় পাইয়া গাফেল * এবাতে হুশিয়ার রবে যতেক মোমিন॥ দাগা যেন নাহি দেয় শয়তান লাঈন * এই বাত পরে এক রওয়ায়েত আছে॥ আছাদের বেটা যে মনছুর কহিয়াছে * যে সমে মউত আসে বান্দা সবাকার॥ পাচ হিস্বা করে সব মাল আপনার * মাল দিতে হয় শুপে ওয়ারেছ সবারে॥ রুহ জিম্মা করে মালেকুল মউতেরে গোরের কিড়ার তরে গোস্ত আপনার॥ মাটিকে শুপিয়া দিতে হয় যত হাড় * আর যাহা নেক কাম কিছু করে থাকে॥ তাহা শুপে দিতে হয় দুনিয়ার লোকে * করজ রাখিয়া যদি কেহ যায় মরে॥ আপনার নেকী দিতে হয় দাবীদারে * পাচ জনে পাচ চিজ যদি গেল লিয়া॥ খবরদার থাকে যেন ঈমানে বাচিয়া * মউতের কালে ভাই ইবলিস শয়তান॥

কাড়িয়া না লেয় যেন কাহার ঈমান ❊ ঈমান হইল ভাই পুঞ্জি সবাকার বেগর ঈমানে কারো নাহিক নিস্তার ❊ ঈমান অমূল্য ধন লোটা যায় যার ইছলাম হইতে সেই হইবে বাহার ❊ কহে হীন আশ্রাফ খোদার দরগায় ঈমানের সাথে পার কর সবাকায় ❊

❊ আঠণ্ডা বাব—রূহু নিকলিবার আওয়াজের বয়ান ❊

ত্রিপদী ❊ হাদীছেতে আসিয়াছে, কহি যে সবার কাছে, শুন সবে যত নেকজাত ॥ মউত আসেন যবে, আছমান হইতে তবে, তিন আওয়াজ আইসে এয়ছা ভাত ❊ ওহে বেটা আদমের, পুছি বাত তুমি এর, জওয়াব দেহ খাতেরে আমার ॥ তুমি ছাড় দুনিয়াকে, কিম্বা ছাড়ে সে তোমাকে, কহ শুনি ভেদাভেদ তার ❊ তুমি দুনিয়ার তরে, রাখিয়াছ জমা করে, কিম্বা সে করিল জমা তোরে॥ তুমি মার দুনিয়ারে, কিম্বা মারে সে তোমারে তাহার জওয়াব দেহ মোরে ❊ আর যবে মাইয়্যেতেরে, গোছলের তক্তা পরে, রাখে তিন আওয়াজ আসে আর ॥ ওহে আদমের জাত, কোথা তোর টেরা বাত, কেবা তোরে করিল লাচার ❊ জবান তোমার কোথা, যা দিয়া কহিতে কথা, কেবা তোরে চুপ করাইল॥ কোথা তোর দোস্তদার, মহব্বতে ছিলে যার, কে তোরে একেলা ছেড়ে গেল ❊ কাফন পিন্দায় যবে, তিন আওয়াজ আইসে তবে, বে-খরচ চলেছ রাহায় ॥ ঘর হইতে হৈলে বার, ফিরে না আসিবে আর, রৈতে হবে কঠিন জায়গায় ❊ জানাজা উঠায় যবে, তিন আওয়াজ আইসে তবে, শুন ওহে ফরজন্দ আদম ॥ রহ সদা খুশীহালে, তওবা করিয়া দেলে, কভু না করিবে দেলে গম ❊ হামেশা সুখেতে রবে, কোন চিন্তা না করিবে, যদি তুঝে রাজি থাকে রব ॥ খারাবি তোমার তরে, আপে পাক পরওয়ারে, ডালে যদি আপনা গজব ❊ জানাজা রাখিয়া যবে, নামাজ পড়েন সবে, তাহাতে আওয়াজ হয় এয়ছাই আমল করিলে যাহা, আগে দেখা যাবে তাহা, ফল তার পাইবে তেয়ছাই মাইয়্যেতেরে যে কালেতে, রাখে গোর কিনারাতে, তিন আওয়াজ আইসে গোর হইতে ॥ মোর পিঠ পরে ছিলে, হাসি খুশী কত কৈলে, এবে কান্দ আমার পেটেতে ❊ পিঠপরে থেকে মোর, খুশীতে আছিলে ভোর, এবে গম কর পেটে গিয়া ॥ ছিলে যবে দুনিয়াতে, নানারূপ কথা কৈতে, এবে কেন রৈলে চুপ হইয়া ❊ জানাজা রাখিয়া গোরে, সকলে আইসেন ঘরে, সে সময় কহে খোদাতালা ॥ তেরা যত দোস্ত ছিল, সব তুঝে ছেড়ে গেল গোরে তুমি রহিলে একেলা ❊ যাদের দোস্তিতে ভুলে, মেরা নাফরমানী

কৈলে, তাহারাতো ছাড়িল তোমাকে॥ আমি তুঝে এয়ছা দয়া, করিব মেহের হৈয়া, তাজ্জবে থাকিবে তাহা দেখে ✳ যেমন ফরজন্দ পরে, মা বাপে পেয়ার করে, আজ তুঝে করিব তেয়ছাই॥ হীন আশরাফ বলে, ভরসা হইল দেলে, যদি এয়ছা দয়া করে সাঁই ✳

✳ নওঙা বাব—জমিন ও গোরের আওয়াজের বয়ান ✳

মালেকের বেটা যে আনাছ নাম যার॥ রওয়ায়েত করিয়াছে এমত প্রকার ✳ হর রোজ জমি ডেকে কহে দশ বাত॥ শুন ওহে আদম ফরজন্দ জনাজাত ✳ এখন দৌড়িতে আছ মেরা পিঠ পরে॥ আখেরে রহিবে মোর পেটের ভিতরে ✳ হারাম খেতেছ মোর পিঠ পরে বসে॥ কিড়ার খোরাক হবে কবরেতে এসে ✳ নাফরমানী করিয়াছ খোদায় তালার॥ মেরা পেটে আজাবে হইবে গেরেপ্তার ✳ মেরা পিঠ পরে তুমি বেড়াও হাসিয়া॥ কাঁদিতে হইবে মেরা পেটেতে আসিয়া ✳ এখানে আছহ তুমি খুশী খোশালিতে॥ মেরা পেটে আসিয়া পড়িবে ভাবনাতে হারাম করেছ জমা মেরা পিঠ পর॥ আখেরে গলিবে মোর পেটের ভিতর তকব্বরী করে ফের আমার পিঠেতে॥ মোর পেটে আসিয়া পড়িবে খারাবিতে ✳ মেরা পিঠ পরে চলিতেছ খুশীহালে॥ গমজাদা হবে মোর পেটেতে আসিলে ✳ এখন চলিতে আছ রোশনি জাগাতে॥ আসিয়া পড়িবে মেরা আন্ধার পেটেতে ✳ এখন চলিতে আছ দোস্ত আপ্না লিয়া আখেরে গোরেতে রবে একেলা পড়িয়া ✳ আর এক হাদীছেতে আছে সমাচার॥ হর রোজ জমি ডেকে বলে তিন বার ✳ দহশতের ঘর আমি আন্ধারিয়া আর॥ আর আমি ঘর হই যতেক কিড়ার ✳ হাদীছেতে আসিয়াছে এমন প্রকার॥ কবর মাতম করে রোজ পাঁচবার ✳ এক জনার ঘর আমি জানো সবে ঠিক॥ কোরআন পড়িয়া বানাও আমায় রফিক আন্ধিয়ারা ঘর আমি জান সর্ব্বজন॥ রাতের নামাজে কর আমাকে রৌশন মাটির মোকাম আমি জান সর্ব্বজনা॥ নেক আমল দিয়া বানাও আমার বিছানা ✳ সাপের মোকাম আমি শুন দেল দিয়া॥ জহরের দাওয়া কর বিছমিল্লা পড়িয়া ✳ মনকের নকিরের আমি জাগা সওয়ালের॥ কালেমা তাইয়্যেব কর হামেশা জেকের ✳ অধীন আশরাফ কহে সবার জনাবে॥ নাহক ফেরেবে পড়ে আছ ভাই সবে ✳ দেখ এয়ছা নেয়ামত দিয়াছে খোদায়॥ আপনা বুদ্ধির গুণে ছেড়ে দেহ তায় ✳ যদিস্বাৎ কোরআন পড়িতে দীনদার॥ কবর ভিতরে গেলে সাথি হবে তার ✳ রাত্রি কালে

এবাদত করে যেইজন ॥ তাহার খাতিরে হয় কবর রওশন * নেক আমল করে যেবা দুনিয়াতে রৈয়া ॥ মাকুল বিছানা পায় কবরেতে গিয়া * একিনে বিছমিল্লা যেবা পড়েন সদায় ॥ সাপের ছহর তার নাহি লাগে গায় * লা-ইলাহা কালেমা যে করেন জিকির ॥ খোশাল থাকেন তারে মনকের নকির * তবে কেন এয়ছা রাহা ছাড়িয়া সবায় ॥ আন্ধেরার মত ফের যেথায় সেথায় * যদি এয়ছা নেয়ামত বখশিয়াছে সাঁই ॥ হেলায় খোওয়াও কেন সে সব কামাই * এই বেলা বুঝে চল যত বেরাদর ॥ শেষে না পস্তাতে হয় গোরের ভিতর *

* দশওা বাব—শরীর হইতে রুহু নিকালিবার বাদে আওয়াজ হইবার বয়ান *

এইমত রওয়ায়েত কেতাবেতে আছে ॥ হজরত আয়েশা বিবী আপে ফয়মাইয়াছে * একরোজ বসে আমি ছিনু ঘর বিচে ॥ হেনকালে রাছুলুল্লা আইলেন মোর কাছে * উঠিতে আছিনু আমি তাজিম খাতের ॥ হজরত করাতে মানা বসিলাম ফের * আমার কোলেতে নবী আলাইহেচ্ছালাম শির মোবারক রেখে করিল আরাম * পাকা দাঁড়ি হজরতের চুনিতে লাগিনু ॥ তাহাতে উনিশ দাঁড়ি ছফেদ পাইনু * আপনার দেলে আমি জানিলাম ঠিক ॥ হজরতের মউত বুঝি এসেছে নজদিক * এয়ছাই ভাবিয়া আমি কান্দিনু বিস্তর ॥ পড়িল চক্ষের পানি নবীর উপর * এহাতে হজরত নবী চেতন পাইয়া ॥ আমাকে পুছেন তুমি কান্দ কি লাগিয়া * আরজ করিনু আমি শুন পয়গাম্বর ॥ কোন ওয়াক্তে শক্ত দুঃখ মাইয়্যেত উপর * এহার জওয়াব দেন আপে পয়গাম্বরে ॥ ঘর হৈতে লাশ যবে নেকালে বাহিরে * লাড়কা বালা বেটাবেটী যত থাকে যার ॥ কান্দিতে২ পিছে২ যায় তার * বাপ তার কেন্দে কহে হায় বেটা হায় ॥ বেটা কেন্দে বলে বাপ গেলেন কোথায় * এর চেয়ে ভারি দুঃখ মাইয়্যত উপরে ॥ দাফন করিয়া সবে আইসে যবে ঘরে * খেশ বেরাদর যত তাহাকে গাড়িয়া ॥ আমালের সাথে আসে খোদাকে শুপিয়া * সেই ওয়াক্ত বড় দুঃখ মাইয়্যতের পরে ॥ কেননা একেলা ফেলে এল সবে তারে * তার পরে পয়গাম্বর মোর তরে পুছে ॥ এই দুই ভারি কিম্বা এর বেশী আছে আরজ করিনু আমি শোন পয়গাম্বর ॥ আল্লা ও রাছুল জানে সে সব খবর একথা শুনিয়া নবী আলাইহেচ্ছালাম ॥ বয়ান করিয়া মোরে কহেন তামাম জেয়াদা ক্লেশ হয় মাইয়্যেত উপরে ॥ গোছল দেলাতে লোক আইসে যবে

তারে ✳ পহেলায় মরদের আঙ্গুল হইতে॥ আঙ্গুঠি খুলিয়া যে রাখেন সকলেতে ✳ আর কুরতা খোলায় যবে আওরত সবার॥ আলেম লোকের খোলে শিরের দেস্তার ✳ সেই ওয়াক্তে রূহ তার বহু ক্লেশ পাইয়া॥ চিখ মেরে সবাকারে কহে পুকারিয়া ✳ আদম আর জ্বিন ছাড়া সব জীবগণে উহার আওয়াজ শুনে যে আছে যেখানে ✳ খোদার কছম তুঝে ওহে বন্ধুগণ॥ আস্তে২ খোল মেরা অঙ্গের বসন ✳ আজরাইলের হাতে দুঃখ পেয়েছি অপার॥ দোছরা ক্লেশ না সহিতে পারি আর ✳ এর জেয়াদা তকলিফ হয় সেই কালে॥ মাইয়্যেতের গায়ে যবে পানি দেয় ঢেলে ✳ ঝঙ্কার মারিয়া কহে মাইয়্যেত তখন॥ শুনহে গোছল দেনেওয়ালা বন্ধুগণ জেয়াদা গরম পানি না ঢালিও গায়॥কিম্বাঅধিক ঠাণ্ডা পানি না দিও আমায় কেননা খেচেছি আমি ক্লেশ যেবহুত॥ সহিতে নাপারি ফের দুছরা শেদ্দত সকল শরীর মেরা নেকালিতে জান॥ দরদ হইয়া আছে ঝাঞ্জারা সমান অনেক জোরেতে কেহ না ছুইবে মোরে॥ কিছু না বরদাস্ত হয় আমার শরীরে ✳ শুনহে মোমিন ভাই যত বেরাদর॥ মরণ নিদান বড় সবাকে খবর পাগড়ী আঙ্গুঠিজামা যাহা থাকে গায়॥ ধীরে২ খোল যেন চোট নাহি পায় জেয়াদা গরম কিবা ছর্দ্দি পানি দিয়া॥ না দিবে গোছল কভু মাইয়্যেত লাগিয়া ✳ যেয়ছা পানি তোমাদের বরদাস্ত হইবে॥ সেইমত পানি দিয়া মাইয়্যেতে নাহ্লাবে ✳ শরীর মলিবে খুব নরমের সাথে॥ মাইয়্যেত মালুম যেন নাপারে করিতে ✳ গোছল দেলায়ে যবে পিন্দায় কাফন॥ তার রূহ পুকারিয়া কহেন তখন ✳ শুনহে গোছল দেনেওয়ালা যত জন॥ দেরী করে বান্ধ মেরা শিরের কাফন ✳ জরু লাড়কা দোস্ত আশ্না যত আছে মেরা॥ পরাণ ভরিয়া খুব দেখে লউক তারা ✳ আখেরী দিদার এই তাহাদের সাত॥ দেখা না হইবে আর হাশর লাগাত ✳ ঘর হইতে মুর্দ্দা যবে নিকালে বাহিরে॥ রূহ তার পুকারিয়া কহে সবাকারে ✳ শুন ওহে জমাতের যত বেরাদর॥ খোদার কছম লাগে তোমাদের পর ✳ সেতাব না কর সবে মোরে লিয়া যেতে॥ রোখছত হইয়া লই মাকান হইতে ✳ আর আমি বেওয়া করে চলিনু বিবীরে॥ এতিম রাখিয়া যাই আওলাদ সবারে ✳ তোমাদের তরে সেই কছম খোদার॥ ইহা সবে কেহ কভু না দিবে আজার ✳ কেননা মাকান ছেড়ে আমি চলে যাই॥ আর না আসিব ফের ইহাদের ঠাই ✳ জানাজার পরে যবে মোর্দ্দা রাখা যায়॥ রূহ তার পুকারিয়া বলে সবাকায় ✳ শুন ওহে জামাতের যত বন্ধুগণ॥

সেতাব না কর দেরী কর কতক্ষণ ✱ আগে আমি শুনে লই সবাকার বাত আর না শুনিব কথা হাশর লাগাত ✱ আর যবে খাটিয়াতে মোর্দ্দাকে রাখিয়া ॥ দুই তিন কদম সবে যায় নিকালিয়া ✱ সেই ওয়াক্তে রুহ আর পুকারে এয়ছাই ॥ আদম আর জ্বিন ছাড়া শুনেন সবাই ✱ শুন ওহে বেরাদর ফরজন্দ ইয়ার ॥ না পড় তোমরা ফেরেবেতে দুনিয়ার ✱ আমারে যেমন ধোকা দিয়াছে দুনিয়ায় ॥ তেয়ছা না ফেরেব দেয় তোমা সবাকায় যেমন দিয়াছে ফাকি আমাকে এখন॥তোমা সবাকায় এয়ছা না দেয় কখন আমাকে দেখিয়া শিখ যত নছিহত ॥ দুনিয়া হইতে বেচে রহিবে সতত দেখহ আমাকে কত মাল জমা করে॥ সকলি ছাড়িয়া যাই তোমা সবাকারে ✱ মাল জমা করিতে করিনু যত গুণা ॥ তোমরা তাহার সাথী কেহই হলে না ✱ ইহার হিসাব খোদা লিবে আমা হইতে॥ তোমরা বসিয়া খাবে আরামের সাথে ✱ জানাজা নামাজ সবে করিয়া আদায় ॥ বাজে লোক দফনের আগে চলে যায় ✱ মাইয়েতে কছম দিয়া কহে সবাকারে॥তোমরা এখন বুঝি ছেড়ে যাহ মোরে ✱ তোমরা আমাকে বুঝি এখুনি ভুলিলে ॥ অতএব দফনের আগে যাহ চলে ✱ জানাজা নামাজ সবে আদায় করিয়া ॥ গোরের ভিতরে তারে রাখে যবে লিয়া ✱ সেই ওয়াক্তে রুহ পুকারিয়া কহে ফের ॥ শুন যত ওয়ারেছ আমার মালের ✱ বহুত মেহনতে আমি করিয়া কামাই ॥ তোমা সবাকার তরে সব দিয়া যাই ✱ তোমরা আমার তরে কভু না ভুলিও ॥ হামেশা আমার নামে খয়রাত করিও ✱ আর আমি কোরাণ শিখানু তোমাদেরে॥ কোরাণ পড়িয়া দোয়া করিবে আমারে ✱ দোয়া ও খয়রাত যে করিবে হামেহাল ॥ দেল হৈতে না ভুলিবে আমার খেয়াল ✱ মুর্দ্দাকে ছওয়াব দেওয়া জেন্দার উচিৎ॥ যে মতে নকল এক কেতাবে ছাবিত ✱ আবু কালাবা নামে ছাহাবা এক ছিল আজব খোওয়াব এক দেখিতে পাইল ✱ সেথাকার গোর যত টুটিয়া গিয়াছে ॥ গোর হইতে মুর্দ্দার সব উপরে বসেছে ✱ সেই সব মুর্দ্দা যত হরেকের কাছে ॥ নূরের তবক এক২ রাখিয়াছে ✱ কিন্তু তাহা সবা হৈতে এক মাইয়্যেতের॥ ছামনে নাহিক দেখে তবক নূরের ✱ আবু কালাবা তারে পুছিল তখন ॥ তেরা কাছে নুর নাই কিসের কারণ ✱ একথা শুনিয়া সেই বলিতে লাগিল ॥ শুনহ কালাবা তুঝে কহিতে হইল ✱ এরা সবে পাইল নূর কারণে ইহার ॥ ইহাদের দোস্ত আস্না ফরজন্দ ইয়ার ✱ দোওয়া ও খয়রাত করে এদের নামেতে ॥ নূরের তবক পাইল তাহার বরকতে ✱

মেরা এক বেটা আছে ফাছেদ বদকার ॥ না করে খয়রাত দোয়া হক্কেতে আমার * এ কারণে নূরের তবক নাহি পাই ॥ শরমেন্দাতে আছি সদা ইহাদের ঠাই * এইরূপে বাত চিতে ছিল দুইজন ॥ ইহাতে পাইয়া আবু কালাবা চেতন * ঐ ব্যক্তির বেটার তরে কাছে বোলাইয়া ॥ স্বপনের ভেদ কহে বয়ান করিয়া * শুনিয়া তাহার বেটা কহে কালাবারে ॥ আজ হৈতে তওবা কৈনু তোমার হুজুরে * একরার করিনু আমি হুজুরে তোমার ॥ বদকাম কভু আমি না করিব আর * একথা কহিয়া সেই আসিয়া মকামে এবাদত কৈল শুরু ইলাহীর নামে * আপনা বাপের নামে দোওয়া ও খয়রাত ॥ গরীব মিছকিন লোকে দিত দিনরাত * দোয়া ও খয়রাত সদা করিতে লাগিল ॥ এয়ছাই মুদ্দত এক গোজরিয়া গেল * তারপরে আবু কালাবার সেই মতে ॥ ঐ মাকবারা ফের দেখিল খাবেতে * যাহার সামনে আগে নাহি ছিল নুর ॥ রৌশন জেয়াদা দেখে তাহার হুজুর * আর২ আছহাব সবার নূর হতে ॥ মাকুল তাহার নূর পাইল দেখিতে * আবু কালাবাকে দেখে কহেন এয়ছাই ॥ আল্লাতালা দেয় তুঝে নেকির বাদশাই * নাজাত পাইনু আমি তেরা ওছিলায়। আর বাকী এড়াইনু শরমের দায় * শুনহ আল্লার বান্দা যত নেকজাত ॥ মোর্দ্দারের নামে কর হামেশা খয়রাত * গরীব কাঙ্গাল লোকে খানা খেলাইয়া ॥ মোর্দ্দারের নামে দেয় নেকী বখশাইয়া * যাহার মকদুর ভাই যে মত থাকিবে ॥ খয়রাত করিয়া সে ছওয়াব বখশে দিবে * কোরআন শরীফের যে খতম পড়াইয়া ॥ মাইয়্যেতের নামে দেহ ছওয়াব ভেজিয়া * ইহাতে মাইয়্যেত বড় খুশী থাকে দেলে ॥ দুছরায় নূরের তবক তারে মেলে * হাদীছের বিচে আছে এয়ছাই খবর ॥ তাহার বয়ান শুন যত বেরাদর * মালেকুল মউত এস্কান্দরিয়া শহরেতে ॥ আসিয়া ছিলেন কারও জান নেকালিতে সেই লোক পুছে মালেকুল মউতেরে ॥ কে তুমি আইলে কেন আমার হুজুরে * মালেকুল মউত কহে আপনার নাম ॥ শুনিয়া অজুদ তার কাঁপিল তামাম * মালেকুল মউত ফের পুছে তার তরে ॥ কি কারণে কাঁপিতেছ বল দেখি মোরে * কহিল এ জন্য আমি কাঁপি থর থর ॥ দোজখের আগুণের দেলে রাখি ডর * মালেকুল মউত তবে বলিল তাহারে ॥ এয়ছাই কালাম লিখে দেই যে তোমারে * যাহাতে দোজখ হতে পাইবে নাজাত ॥ জওয়ান বলিল তবে দেহ নেকজাত * মালেকুল মউত এক কাগজ আনিয়া ॥ বিছমিল্লা তাহাতে দিল তামাম লিখিয়া *

কহিল ইহাতে তেরা নাজাত হইবে॥ দোজখের আগুণের ডর না রহিবে শুনহ আল্লার বান্দা মোমিন সবাই॥ বিছমিল্লার বরকতে দিল আপে সাই হামেশা বিছমিল্লা যেবা পড়িবে একিনে॥ তাহার শরীর নাই জ্বলিবে আগুনে * কেননা খোদার নাম বিছমিল্লা ভিতর॥ এ কারণে বিছমিল্লার মরতবা জবর * যেয়ছা কেহ বিছমিল্লাকে পড়িতে আছিল॥ খোদার আশেক এক শুনিতে পাইল * শুনিয়া খোদার নাম তাহার জবানে॥ মোতাওয়াজ্জা হৈল আপনার দোস্ত পানে * কহিল দোস্তের নাম শুনিলে নাজাত॥ না জানি কি হবে তাহার হইলে মোলাকাত * দুনিয়ায় মউত বিনে যত কারবার॥ কিস্মত নাহিক রাখে শুন বেরাদর * মউত হইলে পরে ফায়দা এই হয়॥ দোস্তের, দোস্তেকে কাছে সেতাব পৌছায় *

* এগারগু বাব—মাইয়্যেত পরে মুছিবতের বয়ান *

রওয়ায়েতে আসিয়াছে হাদীছ মাঝার॥ মন লাগাইয়া শুন তরজমা তাহার * দুঃখ মুছিবতে যেই হৈয়া গেরেপ্তার॥ ছিনা কোটে কিম্বা কাপড় ফাড়ে আপনার * সে জন আপন হাতে লিয়া হাতিয়ার॥ লড়াই করিল সাতে খোদায় তালার * যে কেহ লড়াই কৈল খোদার সহিতে॥ দোজখে বসতি তার ইবলিছের সাতে * দেহ পানা আল্লাতালা মোমিন সবাকে॥ এয়ছা বুরা কাম হৈতে বাজ যেন থাকে * দুছরা হাদীছ বিচে এয়ছাই কালাম॥ কহেন হজরত নবী আলাইহেচ্ছালাম * যেইজন দুঃখ আর মুছিবত পাইয়া॥ আপনার ঘরের দরওয়াজা করে ছিয়া * কিম্বা সে কাপড় ফেড়ে ডালে আপনার॥ কিম্বা যে বিরান করে দোকান তাহার * কিম্বা যে দরক্ত আদি যা থাকে সেথায়॥ সে সব কাটিয়া ফেলে মনের গোস্বায় * এ জন্যেতে হরিএক গাছের বদলে॥ দোজখেতে একেক মাকাম তারে মিলে * কেননা শেরেক এতে হইল চৌগুণ॥ আর যেন সত্তর আম্বিয়া কৈল খুন * আর না কবুল হবে তার এবাদত॥ রোজা ও নামাজ তার যাবে অকারত * আর না খয়রাত তার কবুল হইবে॥ যাবত ছিয়াহি তার দরওয়াজায় রবে * আর যে কবর তঙ্গ হইবে তাহার॥ লইবে হিসাব শক্ত হাশর মাঝার * আছমান জমিনে যত ফেরেস্তা খোদার॥ লানত করে তারে হাজার২ * লিখিবে হাজার গোনা তাহার নামেতে॥ লাঙ্গা উঠাইবে তারে কবর হইতে * কাপড় ফাড়িল যেবা মুছিবত পরে আল্লাতালা তাহার দীনকে ডালে ফেড়ে * আর যে তামাচা মারে গালে আপনার॥ কিম্বা সে আপন মুখ নুচে বার২ * না ওম্মেদ রাখিবে তারে

আপে পরওয়ার ॥ দেখিতে নাহিক দিবে আপনা দিদার * আল্লার দিদার তার নছিবেতে নাই ॥ আর কিরূপেতে হবে তাহার ভালাই * শুনহে আল্লার বান্দা যত বেরাদর ॥ দুঃখেতে পড়িলে সবে করিবে ছবর * কেননা খোদায়তালা করিম জাহান ॥ দুঃখেতে ফেলিয়া বুঝে বান্দার ঈমান যে কেহ দুঃখেতে পড়ে ছবর করিবে ॥ আইউব নবীর মত ছওয়াব পাইবে আল্লাতালা খোশ রবে তাহার উপরে ॥ পাইবে মাকুল ঘর বেহেস্ত ভিতরে না করে ছবর যেবা দুঃখেতে পড়িয়া ॥ দোজখে যাইবে ইবলিছের সাথি হইয়া * কেতাবেতে আসিয়াছে এয়ছাই খবর ॥ তাহার বয়ান আমি লিখি ছরাছর * যখন আদম কেহ দুনিয়াতে মরে ॥ মাতম করেন লোক ঘিরিয়া তাহারে * সেই ওয়াক্তে মালেকুল মউত নেকজাত ॥ দরওয়াজায় খাড়া হইয়া কহে এই বাত * শুনহ মাতম করনেওয়ালা যত জন ॥ কি জন্যে মাতম কর তোমরা এমন * আল্লার কহুম লাগে শুন সমাচার নাহি ঘটায়েছি আমি মউত কাহার * আমি না কাহার রুজি করিয়াছি কম ॥ না করেছি কার পরে জুলুম ছেতম * তবে যদি দোষ দেহ তোমরা আমার ॥ আজরাইল জান লিয়া গেল ফলানার * এহা খালি তোমাদের বুদ্ধির সাফাই ॥ আমিত হুকুম ছাড়া কিছু করি নাই * কিম্বা যদি মাইয়্যেতেরে বল দোষ দিয়া ॥ আমাদেরে ছেড়ে গেল নৈরাশ করিয়া * এহা যেই তোমাদের নাহিক দানাই ॥ সে বেচারা কি করিবে দোষ কিছু নাই * যদি বল করিয়াছে জুলুম খোদায় ॥ এবাতে কাফের হবে তোমরা সবায় * কেননা জুলুম খোদা না করে কাহারে ॥ হামেশা বেজার খোদা জালেমের পরে * ফকি রাহমাতুল্লা কহে এমত কালাম ॥ মাতম করিলে হয় নিকটে হারাম * মাইয়্যেতের মরণে কান্দিলে দোষ নাই ॥ ভাল হয় ছবর করিলে কিন্তু ভাই * কেননা খোদায়তালা আপে কহিয়াছে ॥ ছবর করিলে যে মজুরি পাবে পিছে * যে মত দুনিয়া বিচে সব লোকে বলে ॥ ছবর করিলে তাকে নেয়ামত মিলে * বে-ছবর হৈলে পরে হারায় দুকুল ॥ ফরমাইলেন যে রূপেতে আপনি রাছুল * যে কেহ মাতম করে বয়ান করিয়া ॥ আর যেবা তাহার আওয়াজ শুনে গিয়া * আর যেইজন থাকে নিকটে তাহার ॥ খোদার লানত হয় পরে তা সবার * এয়ছা কাম হৈতে বাজ থাক সর্ব্বজনা ॥ যাহাতে নারাজ থাকে ইলাহী রব্বানা * লিখিয়াছে বাজে কেতাবেতে এইবাত ॥ ইমাম হাছান যবে করেন ওফাত তাহার কবিলা বিবী মনেপেয়ে তাপ ॥ কবরেতে করিতে লাগিল এতেকাফ

বৎসর হইল যদি পুরা তারপরে ॥ উঠাইল খিমা সবে বিবীর খাতেরে * সেই ওয়াক্তে গায়েবী আওয়াজ শুনে বিবী ॥ এতেকাফ করিয়া পাইলে কিবা খুবি * যাহার লাগিয়া তুমি এতেকাফ কৈলে ॥ বলগো তুমি তাহাকে পেলে কি না পেলে * জানা গেল এতেকাফ কবরেতে মানা ॥ বাজ থাক এবাতে মোমিন সর্ব্বজনা * রাছুলুল্লা হতে রওয়ায়েত এই আছে ॥ তাহার বয়ান কহি সবাকার কাছে * ইব্রাহিম নামে বেটা হজরতের ছিল ॥ দুনিয়া হইতে যদি ওফাত করিল * সেই ওয়াক্তে হজরত নবীর চক্ষু হৈতে ॥ পড়িতে লাগিল আঁছু বেটার শোকেতে * আবদুর রহমান নামে ছাহাবা এক ছিল ॥ হজরত নবীর তরে আরজ করিল * কান্দিতে বারণ কৈলে আমা সবাকায় ॥ কি কারণে কান্দ আপে বুঝা নাহি যায় * হজরত কহেন শুন তাহার মাজেরা ॥ দুই মত আওাজে কান্দিলে হয় বুরা * পহেলা মাতম করে কান্দে জার২ ॥ দুছরাতে রাগিনী ধরিয়া কান্দে আর * যেমন কাপড় ফাড়ে মুখ নুচে আর ॥ দুইজন ইহারা হইবে গেরেপ্তার * কিন্তু কান্দনাতে কিছু নাহিক বারণ ॥ বরঞ্চ রহম হয় মাইয়্যেত কারণ * কেননা খোদায় তালা করিম গাফ্যার ॥ মুর্দ্দাকে দাখেল করে দেলে সবাকার * অতএব কান্দে সবে রহম করিয়া ॥ রহমত উতরে এতে মাইয়্যেত লাগিয়া * তার পরে কহিলেন আপে পয়গাম্বরে ॥ ওহে বেটা ইব্রাহিম তোমার খাতেরে তোমার জুদাই আমি সহিতে না পারি ॥ আখ হইতে আছু মেরা হইতেছে জারি * ওহাব হইতে এই রওয়ায়েত আছে ॥ আবু হোরেরা হইতে ইহা শুনিয়াছে * হজরত ওমর এক আওরতের তরে ॥ কান্দিতে দেখিয়া এক মাইয়্যেতের পরে * কান্দিতে বারণ তারে করেন ওমর ॥ ওমরে কহেন ফের আপে পয়গাম্বর * কিছু না কহিবে এরে শুনহ ইয়ার ॥ খালি এর চক্ষু হইতে পানি হয় বার * কেননা মাইয়্যেতের শোকে হয়ে জার২ আখি হৈতে আছু এর হৈয়াছে বাহার * বুঝা গেল ইহাতে কান্দন দোষ নাই ॥ মাতম করিয়া খালি না কান্দিবে ভাই *

* বারওা বাব— মোর্দ্দার উপরে ছবর করা *

রওয়ায়েত করিয়াছে আপে পয়গাম্বর ॥ তাহার বয়ান শুন যত বেরাদর পহেলাতে কলম যে হুকুমে আল্লার ॥ এ বাত লিখিল লওহ মাহ্ফুজ মাঝার * বরহক মাবুদ আমি বেশক সবার ॥ না আছে মাবুদ কেহ ছেওয়ায় আমার * মোহাম্মদ বান্দা আর রাছুল আমার ॥ সকল খল্‌ক হতে আমি নেককার * যে কেহ ছবর কৈল মেরা কাজা পর ॥ আফত

বালাই হতে করিয়া ছবর * আর যে শোকর কৈল মেরা নেয়ামতের ॥ ছিদ্দীক লিখিব আমি তাহার খাতের * আর তারে উঠাইব ছিদ্দীকান সাতে যে দিন হিসাব হবে রোজ কেয়ামতে * যে কেহ নারাজ হৈল মেরা কাজা পর ॥ বালাই হইতে মেরা না করে ছবর * আর না শোকর করে মেরা নেয়ামতেরে ॥ এবাতে উচিৎ হয় তাহার খাতেরে * মেরা আছমানের নীচে হতে চলে যায় ॥ ঢুড়িয়া লউক যেয়ে দোছরা খোদায় * শুনহ আল্লার বান্দা মুছলমান ভাই ॥ খোদার করনি পরে রাজি থাকা চ ই * দুঃখেতে পড়িলে সবে করিবে ছবুরি ॥ নেয়ামত পাইলে কর শোকর গুজারি দুছরা কেতাব বিচে আসিয়াছে আর ॥ ফকি রহমাতুল্লা কহে বয়ান তাহার দেলেতে ছবুরি করা দুঃখেতে পড়িলে ॥ খোদাকে ইয়াদ করা মুছিবত কালে * এসব ওয়াজেব হয় ইনছানের পরে ॥ ছদকা দেয় গরীব কাঙ্গাল সবাকারে * কেননা এখন কৈলে ইয়াদ খোদারে ॥ আর রাজি থাকিলে খোদার কাজা পরে * তবেত রহিল দূর শয়তান কমজাত ॥ লিখিবে খোদায় তারে ছিদ্দীকান সাত * কহেন হজরত আলী কেতাবের বিচে ছবর যাহাকে বলে তিন মত আছে * পহেলাতে ছবর করন বন্দেগীতে দুছরা ছবর বাজ থাকা গোনা হতে * তেছরা ছবর করা দুঃখেতে পড়িয়া অধীন লিখিয়া যায় কেতাব দেখিয়া * যে জন ছবর কৈল বন্দেগীতে ভাই তিন শও দরজা পাবে ইলাহীর ঠাই * এক২ দরজা তার দারাজ এয়ছাই আছমান ও জমিনের ফাছেলা যেয়ছাই * গোনাতে ছবর যেবা করিল মোমিন ॥ ছয়শও দরজা পাবে হাশরের দিন * এক২ দরজা তার ফাছেলা কেমন ॥ আছমান আর জমিনের কোশাদা যেমন * যে কেহ ছবর করে দুঃখেতে পড়িলে ॥ নয় শও দরজা পাবে হিসাবের কালে * আছমান আর জমি বিচে যেমন কোশাদা ॥ সেইরূপে হর দরজা পাবে জুদা২ * বাজে ওলামায় কহে এর চেয়ে দুনা ॥ বখশিবে মর্ত্তবা তারে ইলাহী রব্বানা দুঃখেতে পড়িলে সবে করহে ছবুরি ॥ আর সব কাম হতে দরজা পাবে ভারি ছবর করিলে যে ছওয়াব মিলে ঢের ॥ অধীন আশ্রাফ বাত কহে কেতাবের *

* তেরওা বাব—শরীর হইতে রুহ নিকালিবার বয়ান *

কেতাবেতে আসিয়াছে এই সমাচার ॥ মউতের ওয়াক্ত যবে পৌঁছে এসে কার * আর তার জবান হইয়া গেলে বন্ধ ॥ আসেন ফেরেস্তা চার করে ছন্দবন্দ * পহেলা ফেরেস্তা এক ছামনে আসিয়া ॥ কহে সেই বান্দা তারে ছালাম করিয়া * আমি মোকর্‌রর তেরা রুজি পরে ছিনু ॥ পূর্ব্ব ও পশ্চিম

সারা জাহান ঢুড়িনু * কোথা এক লোকমা দানা নাহি তেরা আর ॥ এজন্যে আসিয়া তুঝে দেই সমাচার * তারপরে আর এক ফেরেস্তা আসিয়া ॥ কহে তারে ছালাম আলাইকুম দিয়া * আমি তেরা পানি পরে ছিনু মোকর্‌রর ॥ তামাম জাহান তাল্লাশিনু বহুতর * কোনখানে এক চুল্লু পানি নাহি পাই ॥ এ কারণে তোমার নিকটে বলে যাই * ইহা বাদে আসিয়া তেছরা ফেরেস্তায় ॥ আচ্ছালামু আলাইকুম দিয়া কহে তায় * আমি মোকর্‌রর ছিনু তেরা দম পর ॥ তামাম দুনিয়া আইনু ঢুড়িয়া বিস্তর * কোনখানে তেরা এক দম নাহি আছে ॥ তাহার খবর আমি দেই তেরা কাছে * এইরূপে আসিয়া চতুর্থ ফেরেস্তায় ॥ ছালাম আলেক দিয়া কহেন বান্দায় * আমি ছিনু তোমার হায়াতে মোকর্‌রর ॥ তাল্লাশিয়া আইনু সব দেশ দেশান্তর * কোনখানে তোমার হায়াত বাকি নাই ॥ তাহার খবর এসে তোমাকে দিয়া যাই * তারপরে এই চার ফেরেস্তার পাছে ॥ আরএক ফেরেস্তা আসেন তার কাছে * কেরামন কাতেবিন হয় সেইজন ॥ ছালাম আলেক দিয়া বলেন বচন * যে কাম যেখানে ভালা বুরা কৈলে তুমি ॥ তাহা লিখিবার মোকর্‌রর ছিনু আমি * এহা বলে নামা এক হাতে দেয় তার ॥ পড়ে দেখ যতেক খেয়াল আপনার * একাত শুনিয়া যে পছিনা হয় তাকে ॥ নামা পড়িবার ভয়ে ডানে বামে তাকে * জেন্দেগীতে যত গুণা হৈয়াছে আমার ॥ এই নামা বিচে আছে তাহার শুমার * এই শর-মেতে যে পছিনা তার হয় ॥ নামার তরফে ডরে নাহিক তাকায় * তবে ঐ ফেরেস্তা ধরিয়া যে তার তরে ॥ তাকিয়া লাগায়ে বসাইয়া দিয়া তারে সেথা হতে আপনি চলিয়া যায় দূরে ॥ শেষে আজ্রাইল আসে তাহার হুজুরে রহমতের ফেরেস্তাকে লিয়া ডান পাগে ॥ আজাবের ফেরেস্তাকে বামে রেখে আসে * রহমতের ফেরেস্তা লেয় রূহু আছানিতে ॥ আজাবের ফেরেস্তা জান নিকালে শিদ্দতে * যখন বান্দার রূহু আইসে হলকে ॥ সেই ওয়াক্তে আজ্রাইল ধরেন রূহুকে * এতে যদি সেই বান্দা নেককার থাকে ॥ তার রূহু শুপে রহমতের ফেরেস্তাকে * কিম্বা যদি বদকার হয় সে বান্দায় ॥ তাহাকে শুপেন আজাবের ফেরেস্তায় * তার পরে ফেরেস্তারা রূহুকে লইয়া ॥ আছমান উপরেতে দেয় পৌছাইয়া * এতে যদি ঐ রূহু নেকের হইবে ॥ ফেরেস্তা সকলে খোদা ফরমায়েন তবে * একে ফিরাইয়া লেহ ইহার মাকানে ॥ আপনার শরীরের হাল দেখুক নয়নে * খোদার হুকুম যত ফেরেস্তা পাইয়া ॥ রূহুকে তাহার ঘরে দেয় পৌছাইয়া * ঘরেতে আসিয়া

রূহ্ নজরে তাকায় ॥ আপনা এগানা সবে দেখিবারে পায় * কিন্তু কথা কহিবার শক্তি নাহি রাখে ॥ সে দেখে সবাকে কেহ না দেখে তাহাকে * ঐ সব ফেরেস্তারা তাহার সাথে থাকে ॥ যাবত না দেয় মাটী গোরে লিয়া তাকে * গোর দেওয়া হইলে সকলে চলে যায় ॥ তার পরে আল্লাতালা আপনি খোদায় * রূহকে কালেব বিচে দিয়া সেইক্ষণ ॥ মুর্দ্দাকে করেন জেন্দা হিসাব কারণ * কিন্তু ইহা রাবি সবে করে এখ্‌তেলাফ ॥ তাহার বয়ান আমি লিখি ছাফ২ * কোন রাবি বলে রূহ কালেবেতে দিয়া ॥ মুর্দ্দাকে বসায় গোরে ছওয়াল লাগিয়া * কেহ বলে ছওয়াল রূহেতে খালি পুছে ॥ শরীর হইতে কিছু হাজত না আছে * কেহ বলে রূহ থাকে কাফনের বিচে ॥ এইমত এখ্‌তেলাফ হাদীছেতে আছে * এইরূপে সকলে করেন এখ্‌তেলাফ ॥ হরিএক রওয়ায়েতে হাদীছেতে ছাফ * কিন্তু ওলামার কাছে ছহি এই হয় ॥ গোরের ভিতরে হবে ছওয়াল নিশ্চয় * ঠিক জান বান্দা সব আজাব ছওয়াল ॥ আর কোন কৈফিয়ৎ না করে খেয়াল * ফকি রহমাতুল্লা ফের কহে এইবাত ॥ গোর আজাব হইতে যেবা মাঙ্গেন নাজাত তার উচিৎ চার কামাকরা এক্তেয়ার ॥ চার কাম হইতে পরহেজ থাকে আর * পহেলাতে নামাজের করা হেফাজত ॥ ছদকা আর কোরাণ-শরীফ তেলাওত * তছবি তেলাওত করে লাগাইয়া মন ॥ এই চার চিজে হয় কবর রওশন * আর যেই চার হৈতে পরহেজ করিবে ॥ তাহার বয়ান কহি শুন ভাই সবে * পহেলা পরহেজ করা ঝুট বাত হইতে ॥ খেয়ানত আর নাহি করা দ্বিতীয়তে * তেছরা চোগলখুরী না করা কাহার ॥ চৌথাতে পেশাব হৈতে পাক থাকা আর * নাপাক পেশাব হৈতে থাকা পাক ছাপে ॥ যেমন হজরত নবী কহিলেন আপে * পেশাব হইতে বাজ থাকহ সকলে ॥ গোর আজাব হয় হরেক নাপাকি থাকিলে * যে সময় মুর্দ্দাকে গাড়িয়া সবে যায় ॥ সে সময় দু ফেরেস্তা আসেন তথায় * পাঞ্জা দিয়া জমি ফেড়ে আসে লাকালাম ॥ মনকের নকির দুই ফেরেস্তার নাম মনকের নকির দোন কবরেতে আসে ॥ মুর্দ্দাকে করিয়া জিন্দা ছওয়াল জিজ্ঞাসে * বল শুনি কেবা তেরা পরওয়ারদেগার ॥ কেবা তেরা নবী ছিল উম্মত কাহার * কোন দীনে ছিলে আর কেবলা তেরা কোথা ॥ কে তেরা ইমাম ছিল বল সেই কথা * মুর্দ্দা যদি ইহাতে হবে নেককার ॥ তাহার জওয়াব দেয় এমন প্রকার * রব মেরা আল্লাতালা পরওয়ারদেগার ॥ নবী মেরা মোহাম্মদ রাছুল মোক্তার * মুছলমানী দীন কেবলা কাবা যার নাম

কোরাণ শরীফ মেরা পেশওয়া ইমাম * এয়ছাই জওয়াব দোন ফেরেস্তা পাইয়া ॥ কহে তারে শুয়ে থাক খোশাল হইয়া * খিড়কী এক খুলে দেয় ছামনে তাহার ॥ আপনা মকাম দেখে হেরেম মাঝার * তারপরে রূহকে আছমানে লিয়া যায় ॥ আরশের কান্দিলেতে রাখে লিয়া তায় * রওয়ায়েত আছে আবু হোরেরা হইতে ॥ ফরমালেন মোহাম্মদ নবী এইমতে * আল্লা তালা কোরানেতে আপে বলিয়াছে ॥ যে বান্দারে বখশিতে এরাদা মোর আছে * তার যত গোনা খাতা মাফ করিবারে ॥ হামেশা ক্লেশ দিয়া রাখি দুনিয়া পরে * শরীরের রোগ আর খাবার ক্লেশ ॥ দুঃখ পেরেসানী গম খেচেন হামেশ * এতে যদি কিছু গোনা বাকী থাকে তার ॥ মউতের কালে দেখ শেদ্দত অপার * দুঃখ ক্লেশ হইতে গোনা মাফ করাইয়া ॥ আমার হুজুরে তারে আনি উঠাইয়া * আসিয়া দিদার মেরা করে সে হাছেল ॥ আর তারপরে কিছু না রহে মুস্কেল * মোর বুজরগির মোরে কছম এয়ছাই ॥ যে বান্দারে বখশিতে এরাদা মোর নাই * যদি সেই নেক আমল কিছু করে থাকে ॥ নেকির বদলে যে আরামে রাখি তাকে * কোন রোগ নাহি রুজি বাড়ে হামেহাল ॥ কোন বাতে দর্দ্দ গম না থাকে জঞ্জাল তবু যদি কিছু নেকি বাকী রহে আর ॥ আছান করিয়া দেই মউত তাহার এইরূপে কমে যায় যত নেকি তার ॥ বেগর নেকিতে আসে হুজুরে আমার আছওয়াদ বলে এক ছাহাবির নাম ॥ বলিলেন তিনি ফের এমত কালাম এক দিন ছিনু আমি আয়েশা বিবী আর ॥ ছিলেন বাপের কাছে বিবী আপনার * আচানক খিমা এক পড়ে কার গায় ॥ তাহা দেখে হাসিবারে লাগিল সবায় * ইহাতে হজরত আয়েশা কহেন এয়ছাই ॥ শুনিয়াছি আমি নবী সাহেবের ঠাই * এমত মোমিন কেহ নাহি দুনিয়ায় ॥ বেগর রহমে কাটা চোবে তার পায় * খোদার রহম যদি হয় কার পরে ॥ তবেই সে কাটা চোবে তাহার শরীরে * এক দিগে এক নেকি লেখা যায় তার ॥ দোছরা তরফে বদি ধোয়া যায় আর * আর যে খবর আছে কেতাবের বিচে ॥ ভালাই নাহিক ঐ শরীরের আছে * যাহার বিমার নাহি হয় কদাচন তাহার খয়ের নাহি হইবে কখন * আরনা ভরসা ঐ সব মালের আছে ॥ যে মালে নোকছানী নাহি কখন হয়েছে * বুঝা গেল এই সব কথার হাছেল ॥ আফতের সাথে হয় রহমত নাজেল * যাহাকে খোদায় তালা করেন পেয়ার ॥ আফত বালাই ডালে জানে মালে তার * জানে মালে দুঃখ দিয়া ঘুঝে সে বান্দায় ॥ ছবুরি করিলে পাছে চতুরগুণ পায় *

কেতাবেতে আসিয়াছে এমত খবর ॥ ফরমাইলেন এসব আপনি পয়গাম্বর যখন মোমিন বান্দা দুনিয়া হইতে ॥ রোখছত হইয়া চলে আখেরের পথে তখন ফেরেস্তা সব আছমানে থাকিয়া ॥ সে বান্দার কাছে আসে খোশাল হইয়া ✻ সেই যে ফেরেস্তাদের এমন ছুরত ॥ সূর্য্য মত তাহাদের চেহেরা মুরত ✻ সাতে করে লিয়া আসে বেহেস্তের কাফন ॥ আর খোশবুই আনে বান্দার কারণ ✻ নিকটে বসাবে তারে ফেরেস্তা সবায় ॥ নজর কোশাদা তার করে দিয়া যায় ✻ পরে আজরাইল তার শিরানে বসিয়া ॥ রূহকে বলেন আইস বাহির হইয়া ✻ ততক্ষণ আইসেন রূহ খুশী খোশালিতে ॥ আজরাইল ধরে তাকে আপনার হাতে ✻ বেহেস্তের কাফন দিয়া তাহাকে লেপটে ॥ যাহা হইতে আম্বরের খোশবুই ছুটে ✻ আর বলে এই রূহ ফলানা বান্দার ॥ দুনিয়ার বিচে ছিল বড় নেককার ✻ ফের যবে রূহ তার আছমানেতে যায় ॥ সাত আছমানের যে দুয়ার খোলা পায় ✻ হরেক আছমানের ফেরেস্তা সবায় ॥ তাজিমেতে সপ্তম আছমানে লিয়া যায় ✻ তখন আওয়াজ হয় আরশে আল্লার ॥ লেখহ ইহার নাম ইল্লীন মাঝার ✻ বেহেস্তের দপ্তরে নাম ইহার লাগিয়া ॥ জমিনে ইহাকে ফের দেহ পোছাইয়া ✻ যেয়ছাই খোদায়তালা আপে ফরমিয়াছে ॥ তাহার বয়ান ছাফ কোরাণেতে আছে ✻ জমি হৈতে সৃজন করেছি তোমারে ॥ জমিনেতে ফের মিলাইব সবাকারে ✻ জমিন হইতে সবে ফের উঠাইব ॥ ফের ঐ রূহকে শরীর পানে দিব ✻ তারপরে দু ফেরেস্তা নিকটেতে আসে ॥ তাহার খাতেরে এই ছওয়াল জিজ্ঞাসে ✻ ছওয়ালের জওাব তাহার যদি পায় ॥ দু ফেরেস্তা খোশাল হইয়া চলে যায় ✻ পরেতে ফেরেস্তা এক আছমানে থাকিয়া ॥ খোদার তরফ হতে কহে পুকারিয়া ✻ ঠিক দিল বান্দা মেরা ছওয়ালের জওয়াব ॥ বেহেস্তের বিছানা দেহ ইহাকে সেতাব আর দেহ বেহেস্তের দরওয়াজা খুলিয়া ॥ থাকুক আমার বান্দা খোশাল হইয়া ✻ এক রাবি রওয়ায়েত করে এ কালাম ॥ বেহেস্তের হাওয়া আসে কবরে মোদাম ✻ আর এক দুয়ার তার কবরে থাকিয়া ॥ যতেক নজর পড়ে দেয়তো খুলিয়া ✻ এর পরে তার ঠাই আসে একজন ॥ পাকিজা কাপড় গায় সুন্দর বদন ✻ আসিয়া তাহারে বলে এই সমাচার ॥ খুশীর খবর তুঝে দিল পরওয়ার ✻ খুশীতে ভুষিত হয়ে রূহ কররেতে ॥ আর কিছু গম না করিবে কোন বাতে ✻ এবাত শুনিয়া বলে সেইত বান্দায় করুক তোমার পরে রহম খোদায় ✻ সত্য বল কে বটে আপনি হেথা

ভাই ॥ তোমার সমান রূপ কভু দেখি নাই * শুনিয়া জওয়াব দেয় তাহাকে এছাই ॥ নেক আমল আমি আইনু তেরা ঠাই * আর যদি কাফের বদকার কেহ মরে ॥ তার কাছে আজাবে ফেরেস্তা উতরে * আজাবের লেবাছ লইয়া সাতে করে ॥ আসিয়া বসেন সে বান্দার থোড়া দুরে * তারপরে মালেকুল মউত আসিয়া ॥ শরীর হইতে রূহ লেয় নিকালিয়া * যেছাই ধুনুরী রুই পিশে ধনুকেতে ॥ বাহিরে নিকালে রেশা ধুনিতে২ * তেয়ছাই আজাবে রূহ নিকালে তাহার ॥ আর তারে দেয় সবে লানত অপার * আছমান জমিন বিচে যত কিছু রয় ॥ সকলে লানত তারে ভেজেন সদায় আদম আর জ্বিন ছাড়া যত জীবগণে ॥ সকলে লানত শুনে যেখানে সেখানে * পরে ঐ রূহ আছমানেতে যেতে চায় ॥ বন্ধ করে আছমানের দুয়ার হেথায় * আল্লার তরফ হতে নিকলে আওয়াজ ॥ ফিরাইয়া দেহ উছে কবরের মাঝ * তখনি ফিরিয়া দেয় হুকুমে খোদার ॥ মনকের নকির ফের কাছে আইসে তার * আজব ছুরত সেই দুজনার গায় ॥ বাজ্ঞের মতন করে আওাজ দোহায় * বিজলীর মত চক্ষু বড় চমৎকার ॥ দাত দিয়া মাটী চিড়ে কাছে আইসে তার * আসিয়া তাহারে পুছে বল সমাচার ॥ কে বটে তোমার খোদা পরওারদেগার * এবাত শুনিয়া বলে সেইত বান্দায় আমি নাই জানি কেবা আমার খোদায় * তখনি আওাজ হয় কবর হইতে খুব মার ইহারে লোহার মুগুরেতে * এতে যদি তামাম জাহান জমা হবে তবু সে আজাব মাফ করাতে নারিবে * মারের ধমকে উঠে আগুন সেথায় দুছরা তাহার গোর তঙ্গ হয়ে যায় * এয়ছাই কবর তঙ্গ কি বলিব কায় এদিকের হাড় ভেঙ্গে ওদিকে দাড়ায় * তারপরে একজন আসেন তথায় বদবুই ওয়ালা আর বদছুরত তাহায় * আসিয়া তাহার হুরে বলেন এছাই বুরাইর বদলা তোমারে দিল সাই * খোদার কহুম তুমি দুনিয়ার পরে ॥ নেকি না করেছ কিছু আজিকার তরে * কিন্তু তুমি এক কাম করেছ সদায় ॥ বন্দেগীতে দেরি আর চালাকি গুনায় * এবাত শুনিয়া তারে পুছে সে বান্দায় ॥ কেবা তুমি কি কারণে আসিলে হেথায় * তোর মত বদছুরত দুনিয়ার পরে ॥ ওম্মর ভরিয়া আমি না দেখিনু কারে * তোমারে দেখিতে মেরা জিউ নাহি চায় ॥ হেথা হতে চলে যাহ দুছরা জায়গায় * বদছুরত বলে তুমি মোরে চিন নাই ॥ তেরা বদ আমল আমি আইনু তেরা ঠাই * দুনিয়াতে রয়ে তুমি যাহা করে ছিলে ॥ তাহার বদলে এবে আমারে পাইলে * আমি আর কোথা যাব তোমারে ছাড়িয়া ॥ রাত দিন

তেরা সাতে রব লেপটিয়া * শেষে জাহান্নামের দুয়ার খোলা যায়॥ আপনার জাগা সে দোজখে দেখা পায় * এইরূপে আজাবেতে রহিবে হামেশ॥ যাবত নাহিক হবে কেয়ামত শেষ * রওয়ায়েত আছে আর আমেনা হইতে॥ তাহার বয়ান আমি লিখি বাঙ্গালাতে * যখন মরেন কেহ দুনিয়ার বিচে॥ আর তারে রাখে যবে কবরের নীচে * খোদার হুকুমে তবে এক ফেরেস্তায়॥ আসিয়া বসেন সে বান্দার শিরানায় * ফেরেস্তা হইয়া খাড়া শিরানা উপরে॥ আজাব করেন বড়া সেই মাইয়্যেতেরে * বড় মার মারে তারে লইয়া মুদ্গার॥ তামাম শরীর তার হয়ে যায় চুর * ধমকে আগুণ উঠে কবরে থাকিয়া॥ খোদার হুকুমে ফের দেয় জিলাইয়া * সিদা খাড়া ইহা সে এমত চিল্লায়॥ মাশরেক মাগরেব তার আওয়াজ পৌছায় * জ্বিন আর আদম ছাড়া যত জানওার॥ সকলেতে চেল্লানি আওয়াজ শুনে তার তখনি মাইয়্যেত ফের পুছে ফেরেস্তারে॥ এতেক আজাব কেন করহে আমারে * জাকাত নামাজ রোজা করিনু আদায়॥ শুনিয়া ফেরেস্তা ফের কহেন তাহায় * যে লাগিয়া মারি শুন মাজেরা তাহার॥ ফরিয়াদ করিল এক মজলুম লাচার * ফরিয়াদ না শুনে তুমি গেলে সেথা হইতে॥ আর এক রোজ তুমি নামাজ পড়িতে * পাক না হইয়া ছিলে পেসাব করিয়া আজাব হইতেছে তুঝে তাহার লাগিয়া * এহাতে বুঝায় শুন যতেক সাহেব॥ গরীবের মদদ করা যে ওয়াজেব * হামেশা পেসাব হতে পাক রবে ভাই॥ গোরের আজাব হতে পাইবে রেহাই * আর এক হাদীছে নবী বলে এইমতে॥ গরীব লাচার যেবা পাইবে দেখিতে * নালিশ করিলে যদি না করে বিচার॥ মারা যাবে শও দোররা কবরে তাহার * আগুনের সেই দোররা শুনহে ইয়ার॥ এয়ছাই ফরমান নবী হাদীছ মাঝার * ওম্মরের বেটা ছিল আবদুল্লা নামেতে॥ কহিল শুনিনু আমি নবীর মুখেতে রোজ কেয়ামতে খোদা চারি জনার তরে॥ বসাইবে নূরের মিম্বরের উপরে দাখেল হইবে এরা রহমে খোদার॥ পুছিল কে বটে তাহা কহ সমাচার কহিল যে খেলাইল ভুকার খাত্তির॥ তাজিম করিল যেই জেহাদ গাজির মদদ করিল যেবা জইফ লোকের॥ বিচার করিয়া দিল মজলুম দিগের * এই চারি জনে আল্লা রহম করিয়া॥ নূরের মিম্বর পরে দিবে বসাইয়া * মালেকের ফরজন্দ যে আনাছ নামেতে॥ কহিল শুনিনু আমি নবীর মুখেতে কবরের বিচে মুর্দ্দা যবে রাখা যায়॥ আর তার পরে মাটী ডালেন সবায় আওলাদ ফরজন্দ তার যে থাকে যেথায়॥ বাপ২ বলে তারা করে হায়২ *

মোদের বোজরগো আর মোদের সর্দ্দার ॥ এমত বয়ান করে কাঁদে জার২ মালেকুল মউত শুনে বলেন তাহায় ॥ কি বলে শুনিতে পাও উহারা সবায় মাইয়্যেত বলেন বলে পাইনু শুনিতে ॥ সে কহে বোজরগো বুঝে লিলে দুনিয়াতে ✻ এ কহে আছিনু এক বান্দা খাকছার ॥ নাহক ইহারা মোরে বলেন সর্দ্দার ✻ আফছোছ করিয়া ফের বলেন মুরদার ॥ কেন বা আশরাফ ছিনু কেনবা সর্দ্দার ✻ খামশ হইয়া রহে এবাত বলিয়া ॥ তখনি কবর তারে ধরেন দাবিয়া ✻ এয়ছাই দাবিয়া ধরে কবর তাহায় ॥ দু-দিগের হাড় ভেঙ্গে করে এক জাগায় ✻ চিল্লায় মাইয়্যেত ফের বলে এ কালাম ॥ হায়২ বদন মেরা টুটিল তামাম ✻ হায়২ মেরা এয়ছা খারাবি হইল ॥ হায়২ শরম ভরম না রহিল ✻ কঠিন ছওয়ালে আজ ঠেকিলাম দায় ॥ আজাবেতে প্রাণ যায় হায়২ হায় ✻ এইরূপে আজাব হইবে ভাতে ভাত ॥ যবতক আসিয়া না পৌছে জুমারাত ✻ যেই দিন জুমারাত আসিয়া পৌছিবে ॥ ফেরেস্তা সবাকে খোদা এবাত বলিবে ✻ তোমরা থাকহ গিয়া ফেরেস্তা তামাম ॥ এহি যে বান্দার গোনা মাফ করিলাম ✻ জুমারাতে জাগিয়া করেছে এবাদত ॥ অতএব গোনা মাফ করিনু তাবত ✻ শুনহে আল্লার বান্দা যত বেরাদর ॥ জুমারাতে বন্দেগীতে মরতবা জবর ✻ জুমারাতে জাগিয়া করিলে এবাদত ॥ তাহার উপরে হবে খোদার মদদ ✻ কহে হীন আশ্রাফ উঠাইয়া হাত ॥ গোর হইতে মোরে খোদা বখশিবে নাজাত ✻

✻ চৌদ্দগু বাব—মনকের নকিরের আগে যে ফেরেস্তা কবরে আইসে তাহার বয়ান ✻

ছালামের বেটা কহে আবদুল্লা এয়ছাই ॥ একদিন পুছি আমি রাছুলের ঠাই ✻ মনকের নকির দোন ফেরেস্তার আগে ॥ কি নাম ফেরেস্তা আসে মাইয়্যেত নজদিগে ✻ কহিলেন পয়গাম্বর আলাইহেচ্ছালাম ॥ গোরে আসে পহেলা রব্বানা যার নাম ✻ আফতাবের মতন ছুরত তার গায় ॥ কবরে আসিয়া সেই মুর্দ্দাকে বসায় ✻ বসাইয়া মাইয়্যেতেরে বলেন এমত ॥ নেকী বদি যা করেছ লেখহ তাবত ✻ ভালা বুরা যত কিছু করেছ আমল ॥ আমাকে লিখিয়া দেও সে বাত সকল ✻ মাইয়্যেত বলে আমি লিখিব কিমতে ॥ কাগজ কলম কালী নাহি মোর সাতে ✻ ফেরেস্তা বলেন তারে শুনহ আদম ॥ সিয়াহী তোমার থুক আঙ্গুল কলম ✻ মাইয়্যেত বলেন আমি লিখিব কোথায় ॥ কাগজ নাহিক আছে আমার হেথায় ✻ তবেত ফেরেস্তা তার কাফন হইতে ॥ এক টুকরা ছিড়ে দেয় আমল লিখিতে ✻ নেকি

বদি দুনিয়াতে করিয়াছ যাহা ॥ এই কাপড়ের পড়ে লিখে দেও তাহা * মাইয়্যেত শুনিয়া তবে লিখিবে তামাম॥ দুনিয়াতে যত কিছু কৈল নেক কাম * বুরাই লিখিতে তার নাহি লাগে মন ॥ ফেরেস্তা বলেন নাহি লেখ কি কারণ * বলিল শরম লাগে লিখিতে বুরাই ॥ গোস্বায় ফেরেস্তা তারে বলেন এয়ছাই * ওহে গোনাগার তুমি দুনিয়ার পরে। নাহি শরমাইলে আপনার খালেকেরে * আমাকে শরম এবে কর কি কারণ ॥ এহা বলি গোর্জ্জ তারে মারে ঠনাঠন * মাইয়্যেত বলেন গোর্জ্জ লেহ উঠাইয়া ॥ দিতেছি বুরাই সব আমার লিখিয়া * ইহা বলে বুরাই লিখিয়া দেয় সে॥ বলে ইহা লেপটিয়া মোহর করে দে * লেপটিয়া ফের বান্দা পুছে ফেরেস্তারে কি দিয়া মোহর আমি করিব ইহারে * ফেরেস্তা বলেন তেরা হাতের নখেতে ॥ মোহর করিয়া দেহ এই কাগজেতে * ইহাতে সে বান্দা দেয় মহর করিয়া ॥ ফেরেস্তা আমল নামা হাতে করে লিয়া * সে বান্দার গর্দ্দানে বান্ধিয়া দিয়া যায় ॥ ঝুলিবে হাশর তক তাহার গলায় * যেয়ছাই খোদাতালা আপে ফরমিয়াছে ॥ তাহার বয়ান কহি সবাকার কাছে * যার যে আমল নামা লয়ে সকলেতে॥ গলায় বান্ধিয়া থাকিবেক কবরেতে তারপরে আসিবেন মনকের নকির॥ ছওয়াল করিবে সেই বান্দার খাতির রোজ কেয়ামতে আল্লা আপে করতার॥ বান্দাকে কহিবে ঐ নামা পড়িবার ছরাছর পড়ে যাবে যাতে নাহি দোষ॥ গোনার নিকটে আইলে হইবে খামোশ * কহিবেন আল্লাতালা কেন নাহি পড়॥ বান্দা বলে পড়িতে শরম লাগে বড় * বলিবে দুনিয়া মাঝে না কৈলে শরম। এখন এখানে কেন হইলে নাদম * আজিজী করিয়া কবে মাফ কর গোনা ॥ কিন্তু সেই ওয়াক্তে কিছু ফায়দা হবে না * জলিল জব্বার ফের কবে এ কালাম॥ গর্দ্দানে জিঞ্জির দিয়া ডাল জাহান্নাম * অধীন আশ্রাফ বলে খোদার দরগায় ॥ নেকুই করিতে মতি দেহ সবাকায় *

* পনরঙা বাব—মনকের নকিরের ছওয়ালের বয়ান *

কেতাবেতে আসিয়াছে এমন খবর ॥ তাহার বয়ান কহি সবার গোচর যখন মুর্দ্দাকে রাখে কবর মাঝার ॥ আসিবে ফেরেস্তা দোন নিকটে তাহার কালা রঙ্গ ছিয়া আঁখি বিজলী সমান ॥ আওয়াজ এয়ছাই যেন গরজে আছমান * জমিন ফাড়িয়া এসে দাঁতে তাহাদের॥ শিরানা তরফে দোন যায় মাইয়্যেতের * নামাজ বলেন দোন না আস হেথায় ॥ বহুত নামাজ মর্দ্দ করেছে আদায় *রাতদিন নামাজ পড়িল ডরেতে খোদার॥ এদিগে

না আইস দোন বলি বার২*পায়ের তরফে ফের যাইবে চলিয়া॥ সেথাভি দু ফেরেস্তাকে দিবেন হাকিয়া * এই মাকানের ডরে এই নেকজাত॥ হামেশা আদায় কৈল জুমা ও জামাত * ডাহিন তরফে ফের যাবে তারপরে ছদকা করিবে মানা দোন ফেরেস্তারে * খয়ের খয়রাত এই করিল দুনিয়াতে॥ হেথাকার ডর এয়ছা আছিল দেলেতে * বায়ের তরফে ফের যাবে দুইজনা॥ রোজা সেই দোহাকারে আসিতে দিবে না * ভুকা ও পেয়াছা থেকে করিল মেহন্নত॥ হেথা যেন কোনমতে না হয় শেদ্দত * তারপরে জেন্দা করে সেই মাইয়্যেতেরে॥ পুছে মোহাম্মদ কেবা বল আমাদেরে * সে বলিবে মোহাম্মদ রাছুল খোদার॥ বেশোবা গাওয়াহি আমি দিতেছি তাহার * মনকের নকির তারে এবাত বলেন॥ জিন্দাতে মোমিন ছিল মুর্দ্দাতে মোমিন * এহি সকলেতে আছে হেকমত এয়ছাই আদমেরে বলে ছিল ফেরেস্তা সবাই * যখন ইলাহী আদমেরে বানাইল তখন ফেরেস্তা সবে তানা মেরে ছিল * জনাব বারিতে তারা বলেন এমন॥ আদম করিলে পয়দা ফছাদ কারণ * তাহাদের বাত রদ করেন খোদায়॥ আমি যাহা জানি তাহা না জান সবায় * মেরা পরে ঈমান বান্ধিবে এরা ঠিক॥ দুছরা চলিবে মেরা হুকুম মাফিক * সেই ছওয়ালের তরে ফেরেস্তা পাঠায়॥ আপনা বান্দাকে দিয়া গাওয়াহি দেলায় * মাইয়ত গাওয়াহি দেয় দোন ফেরেস্তায়॥ খোদাতালা বলে ফের ফেরেস্তা সবায় কবজ করেছ জান আমার বান্দার॥ দোছরার হাতে মাল দিয়াছ ইহার ইহার জরুকে দিলে দুছরার কোলে॥ বান্দি আর লেওণ্ডি এর দুছরারে মেলে * যা ছিল দওলত গেল বেগানার হাতে॥ তবুত গাওয়াহি দেয় পড়ে জমিনেতে * খোদার কুদরত আমি বলিব কাহায়॥ মাইয়্যেতের জবানি ফেরেস্তাকে শুনায় * সেই মাইয়্যেতের দেখ কি আছে তাকত॥ রহিম রহমান এতে না দিলে মদদ * ছওয়ালের জওয়াব দেয় দোন ফেরেস্তারে॥ আল্লাতালা রব মেরা আউয়াল আখেরে * মোহাম্মদ নবী হন আমার সর্দ্দার॥ দীন ইছলামীতে সদা চলন আমার * মুর্দ্দার জবানী দোন ফেরেস্তা শুনিয়া॥ আপন জায়গাতে যায় খোশাল হইয়া *

* ষোলঙো বাব—কেরামন কাতেবিনের বয়ান *

এইমত রওয়ায়েত কেতাবেতে কয়॥ দু ফেরেস্তা হরেক ইনছান সাতে রয় * কেরামন কাতেবিন দোহাকার নাম॥ বান্দার ডাহিন বামে থাকেন মোদান * নেকি লেখে ডাহিন তরফে যেই থাকে॥ বামের ফেরেস্তাকে

গাওয়াহি রাখে * দোছরা ফেরেস্তা রহে বাম তরফেতে॥ বদি লেখে আপনা সঙ্গির গাওয়াহিতে * যখন করেন বান্দা কোন গোনা কাম॥ ডাহিনের ফেরেস্তাকে দেখায় তামাম * তবেই সে গোনা তার পারে লিখিবারে॥ এয়ছাই খবর আছে কেতাব মাঝারে * যখন বসেন লোক কোন জায়গাতে॥ আর দু-ফেরেস্তা রহে ডাহিন বামেতে * যখন চলিয়া লোক যায় রাহা বিচে॥ এক জন আগে যায় এক জন পিছে * যখন শুইয়া লোক থাকে বিছানায়॥ পাও পানে থাকে কেহ, কেহ শিরানায় কেতাবেতে লিখিয়াছে দুছরা রওয়ায়েতে॥ পাচ ফেরেস্তা রহে হরেক লোক সাতে * দুই জন মোতাইন রাত্তের কারণ॥ দিনে নেঘাবানী করে আর দুই জন * আর এক জন সেথা থাকেন সদায়॥ আদমে ছাড়িয়া সেই কোথাও না যায় * ফরমাইল আল্লাতালা কোরাণের বিচে॥ ফেরেস্তা মোতাইন আছে বান্দার আগে পিছে * বান্দার নিকটে রাখিয়াছি নেঘাবান॥ দাগা দিতে নাহি পারে জ্বিন ও শয়তান * আর যে ফেরেস্তা দুই কান্ধের উপরে॥ নেকি আর বদি তারা লেখে বরাবরে * জবান কলম আর থুকের ছিয়াহি॥ হলক দোয়াত ও তাদের দেল বহি * যত দিন নাহি হয় বান্দার মউত॥ ফেরেস্তা লেখেন নামা না পায় ফোরছত রওয়ায়েত করে নবী রাছুল করিম॥ ডানের ফেরেস্তা বাম ওয়ালার হাকিম বদ আমল করে যবে কোন ইনছানেতে॥ বামের ফেরেস্তা চাহে তাহাকে লিখিতে * ডাহিনের ফেরেস্তা তাহাকে মানা করে॥ দেরী করে লেখ এক ছায়েতের তরে * এতে যদি সে বান্দা তখনি তওবা করে॥ কিছু গোনা না লিখিবে তাহার খাতেরে * আর যদি তওবা না করিল কদাচন বুরাই লিখিয়া দিল ফেরেস্তা তখন * যখন বান্দার রূহ নেকলিয়া যায় আর যবে কবরেতে রাখে লিয়া তায় * তখন ফেরেস্তা দোন কহে আল্লা রব॥ বান্দার হাল মোরা লিখিয়াছি সব * এখন তাহার রূহ লিনু নেকালিয়া॥ হুকুম করিলে দেই আছমানে ভেজিয়া * তখনি হুকুম করে আপে আল্লা সাই॥ তছবি পড় আছমানেতে ফেরেস্তা সবাই * কছম বুজরগি আর জালালের মেরা॥ ইহার কবরে খাড়া হইয়া তোমরা * তছবি পড়হে দোন লা-ইলাহা বলিয়া॥ তাহার ছওয়াব দেহ বান্দাকে বখশিয়া * যাবত নাহিক হবে রোজ মাহশর॥ তছবি পড়হ এর কবর উপর * ফরমাইল আল্লাতালা এমত কালাম॥ কেরামন কাতেবিন জানেন তামাম * কেরামন কাতেবিন এ জন্যে বলা যায়॥ তাহার মতলব শুন

মোমিন সবায় * যখন বান্দার কোন নেক আমল লিয়' ॥ আছমান উপরে যায় দুজনা চলিয়া * হাজের করেন লিয়া খোদার ছামনে ॥ আপনারা গাওয়া দেয় বান্দার কারণে * খোশালিতে বলে দোন হুকুমে খোদার ॥ নেক আমল করিয়াছে এ বান্দা তোমার * আর যবে বদি কারো পৌছায় ছামনে ॥ খাড়া হইয়া রহে দোন গম পেরেশানে * না দেয় জওাব দোন চুপ হইয়া থাকে ॥ আল্লা ফের তিন বার পুছে একে২ * ইহারা বলেন শুন ইলাহী ছাত্তার ॥ ছাপাইতে বলিয়াছ আয়েব বান্দার * হর রোজ করেছে তোমার হাম্‌দ ছানা ॥ এখন আয়েব এর ছাপাও রব্বানা সব ভেদ জান যত বান্দার আয়েব ॥ সবার সাহেব তুমি আলেমুল গায়েব * কেরামন কাতেবিন নাম হৈল এ কারণ ॥ অধীন আশ্রাফ লেখে কেত্তাবে যেমন *

* সতরঙা বাব—রূহ্ বাহির হইলে কি কি মতে-
কবরে আইসে তাহার বয়ান *

মোহাম্মদ মোস্তফা নবী আলাইহেচ্ছালাম ॥ তিনি ফরমাইলেন খোদ এমত কালাম * আদমের রূহ্ যবে নেকলিয়া যায় ॥ তিন দিন বাদে রূহ্ বলেন খোদায় * আমাকে হুকুম যদি কর একবার ॥ দেখিব শরীর মোর আছে কি প্রকার * হুকুম দিবেন যেতে আপে পরওারে ॥ তখনি আসিবে রূহ আপনা কবরে * দুরে থাকি দেখে ধড় আছেত পড়িয়া ॥ নাক মুখ দিয়া পানি যেতেছে বহিয়া * দেখিয়া চেল্লাবে রূহ কান্দে জারে জার ॥ কহেন মিছকিন লাশ পেয়ারা আমার * এই যে ক্লেশ আর শক্তিতে রহিয়া ॥ ইয়াদ আছে কি না তুঝে জেন্দেগী বলিয়া * ঐ কথা কহিয়া সেথা হৈতে চলে যায় ॥ পাচ রোজ বাদে রূহ্ বলেন খোদায় * আমাকে হুকুম আপে দেহ পরওার ॥ দেখিব কিমত আছে অজুদ আমার * হুকুম করিবে ফের যাইতে তাহারে ॥ আসিয়া দেখিবে আপনার অজুদেরে * নাক মুখ হৈতে খুন জারি হইয়াছে ॥ পিব আর জর্দ্দ পানি কানেতে চলেছে * দেখিয়া আফছোছ করে কান্দিবে তখন ॥ আয় মেরা পিয়ারের মিছকিন বদন * এই যে কঠিনের মোকামেতে আসিয়া ॥ মনে আছে কি না তুঝে জেন্দেগী বলিয়া * গোস্ত তেরা সকলি কিড়ায় খাইয়াছে ॥ শরীরের চামড়া যত আলাদা হয়েছে * ইহা বলে চলে যায় আপনা জায়গায় ॥ সাত রোজ বাদে ফের কহেন খোদায় * আমাকে হুকুম এবে দেহ জোলজালাল ॥ দেখে আসি আমার শরীরের কিবা হাল * হুকুম লইয়া ফের আসিবে কবরে ॥ দূর হতে চাহিয়া দেখিবে অজুদেরে * দেখে

শরীরেতে কিড়া পড়িয়াছে তার॥ দেখিয়া আফছোছ করে কান্দে জার২ আয় মেরা পেয়ারা শরীর হেথা রৈয়া॥ মনে হয় কি না তোরে দুনিয়া বলিয়া * কোথা জরু লাড়কা তেরা ভাই বেরাদর॥ জমি ও জেরাত কোথা, কোথা রৈল ঘর * দোস্ত আশ্‌না হামছায়া আছে যতজন॥ সবাই কান্দিতে আছে তোমার কারণ * রওয়ায়েত করিয়াছেন আবু হোরেরায় যখন মরেন কোন মোমিন বান্দায় * তবে তার রূহ্ এক মাহিনা ভরিয়া মকানের চারি পাশে দেখেন ঘুরিয়া * আপনার মালমাত্তা কেমন করিয়া ওয়ারেছ লোক সবে লেয়ত বাটিয়া * আপনা দেয়েন আদা করে কি প্রকারে॥ এক মাস পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখে তারে * মাহিনা হইলে পুরা সেথা হইতে যায়॥ কবরের চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় * বৎসর ভরিয়া রহে কবরের উপরে॥ দেখে তারে দোয়া কেহ করে কি না করে * বৎসর হইলে পুরা তাহার সেখানে॥ উঠাইয়া লিয়া তারে রাখেন আছমানে * যেখানে সকল রূহ্ জমা রাখিয়াছে॥ সেইখানে রাখে তারে সবাকার কাছে * সিঙ্গা ফুকিবার তক রহিবে সেথায়॥ অধীন আশ্রাফ কহে ভাবিয়া খোদায়

* আঠারঙা বাব—সিঙ্গা ও মউত বাদে উঠিবার বয়ান *

শুনহ আল্লার বান্দা মোমিন সবায়॥ সিঙ্গার মালেক ইস্রাফিল ফেরেস্তায় লওহ মাহ্‌ফুজেরে আল্লাতালা পয়দা কিয়া॥ ছফেদ মারওয়ারিদ পাথর এক দিয়া * যাহার লম্বাই জান আছমান হৈতে॥ সাত তঃ জমি তক লেখে কেতাবেতে * লটকায়ে রেখেছে তারে আরশের পরে॥ সব বাত লেখা যায় তাহার ভিতরে * কেয়ামত লাগাত হবে যে কিছু কালাম॥ এই লওহ বিচে লেখা রয়েছে তামাম * চার বাজু আছে ইস্রাফিল ফেরেস্তার পুর্ব্ব এক পশ্চিমে দুছরা বাজু তার * তেছরা বাজুর পরে বসিয়া রয়েছে চৌথা বাজু দিয়া মুখ ঢাকিয়া রয়েছে * মাথা নীচে করে থাকে ডরায়ে খোদায়॥ আরশের পানে মাথা তুলে নাহি চায় * আরশের চারপায়া উঠাইয়া জোরে॥ রাখিয়াছে আপনার শিরের উপরে * ইলাহীর ডর এয়ছা দেল বিচে রাখে॥ চিঁড়িয়া পাখীর মত ছোট হৈয়া থাকে * যখন হুকুম কোন হয় যে খোদার॥ কাছে আইসে লওহ ইস্রাফিল ফেরেস্তার * ইস্রাফিল মুখ থেকে পরদা উঠাইয়া॥ খোদার হুকুমে দেখে নজর করিয়া ইস্রাফিল ছেওয়া কোন ফেরেস্তার বিচে॥ সাত পর্দ্দা দোহার মুখেতে আড় আছে * আর এক পর্দ্দা হৈতে দুছরা পর্দ্দায়॥ পাচশও বৎসরের পথ লেখা যায় * জিবরীল আর ইস্রাফিল দু জনার বিচে॥ ফায়ছেলাতে

সত্তর পর্দ্দার আড় আছে * জিব্রীল সিঙ্গা ডানহাতেতে রাখিয়া॥ এস্তেজার খাড়া আছে সিঙ্গা মুখে দিয়া * কেয়ামতের হুকুম করিবে পরওয়ার॥ তখনি ফুকিবে সিঙ্গা হুকুমে খোদার * যখনেতে এ দুনিয়া আখের হইবে॥ সিঙ্গা ইস্রাফিলের তখন ঘুরে যাবে * ইস্রাফিল চার বাজু সামট করিয়া॥ সিঙ্গায় দিবেন ফুক ইলাহী ভাবিয়া * সেই ওক্তে মালেকুল মউত নেক জাত॥ সাত তয় জমিনের নীচে রেখে হাত * আসমান জমিনে সকলের রুহু লিবে॥ জমিনে ইবলিস বিনে কেহ না রহিবে * আসমান উপরে বাকী রবে জিবরাইল॥ মেকাইল ইস্রাফিল আর আযরাইল * পৃথিবী সিঙ্গার ফুকে হইবে পতন॥ কিন্তু প্রিয়া চাহে যারে সেই সোহাগেন কহিয়া গেছেন আবু হোরায়রা কালাম॥ ফরমালেন হেথা নবী আলাইহেস্সালাম * সিঙ্গাকে করেছে পাক পয়দা পরওয়ার॥ চার ডাল আছে সেই সিঙ্গার মাঝার * এক ডাল পূর্ব্বেতে পশ্চিমে এক গেছে॥ এক ডাল সাত তয় জমিনের নীচে * আর এক ডাল সাত আসমান উপরে অনেক দরওয়াজা সেই সিঙ্গার ভিতরে * এক দরওয়াজা রুহু ফেরেস্তাগণের॥ দুছরা দুওয়ারে রুহু জ্বেন সকলের * তেছরা দুওয়ারে রুহু ইনসানগণের॥ চৌথা দুওয়ারে রুহু সব শয়তানের * পাচওা দুওয়ারে রুহু হাওয়ানদিগের॥ ছটওাতে মাক্ষি মচ্ছর ও যতেক জীবের * যখন খোদায়তালা করিম জাহান॥ ইস্রাফিল ফেরেস্তাকে সিঙ্গা কৈল দান * সেই হতে সিঙ্গা মুখে লিয়া আপনার॥ খাড়া আছে খোদার হুকুমে এস্তেজার * যখন খোদায়তালা হুকুম করিবে॥ তিন বার তখন সিঙ্গায় ফুক দিবে * এক ফুক বেহুশির দুছরা জেন্দার॥ তেছরা ফুকিবে খুব ডর হইবার * ফরমালেন আপে নবী আলাইহেস্সালাম॥ শুনহ আবু হানিফা আমার কালাম * আমাকে কছম লাগে সেইত খোদার॥ যার কবজাতে জান রয়েছে আমার * যখনেতে কেয়ামত কায়েম হইবে॥ আর যবে ইস্রাফিল সিঙ্গায় ফুকিবে * সে সমে যে লোকমা কেহ খাইতে তুলিবে॥ খাইতে নারিবে তাহা অমনি রহিবে * মুখেতে লাগাবে যদি পানির পিয়ালা॥ পিতে না পারিবে সিঙ্গা ফুকিবার বেলা * পিন্দন কাপড় যদি সামনেতে রয়॥ পিন্দিতে নারিবে সিঙ্গা ফুকার সময় * কহে হীন আশরাফ ভাবিয়া গাফ্যার॥ কেয়ামতে তরাইবে পাক পরওয়ার *

* উনিশওা বার—সিঙ্গা ফুকা ও তাহার খওফ *

ইছরাফিল সিঙ্গা ভাই ফুকিবে যখনে॥ পৌছিবে ধমক তার আকাশ জমিনে

রওয়াং হয়ে যাবে পাহাড় পর্ব্বত॥ ফাটিয়া পড়িয়া যাবে আসমান তাবত * কাঁপিতে লাগিবে জমিন অস্থির হইয়া॥ যেরূপেতে কিস্তি হেলে তুফান পাইয়া * হামেলা আওরত সব যেখানে যে রবে॥ আপনার পেট সব গিরাইয়া দিবে * দুধের ছাওয়াল যদি কাহার থাকিবে॥ সে সমে ছেলের মায়া ভুলিয়া যাইবে * লাড়কা হইবে বুড়া ফুকার সময়॥ শয়তান পালায়ে যাবে দেলে পেয়ে ভয় * খসিয়া পড়িবে যত আসমানের তারা॥ চান্দ আর সূর্য্য বিচে হইবে আন্ধেরা * আসমান লেপটে যাবে উপরে তাহার ডরে মোরদা ছাপিবেক পরদার মাঝার * এই বাত পরে কহিয়াছে খোদাতালা॥ থরথরী পৌছিবে এক হাশরের বেলা * চাল্লিশ বৎসর তক থাকিবে এয়ছাই॥ কাহার তরফে কেহ ফিরে চাবে নাই * আব্বাসের বেটা হৈতে রওয়ায়েত আছে॥ তিনি শুনিলেন নবী সাহেবের কাছে * কহিলেন মোহাম্মদ নবী এইমতে॥ ডরহে সকলে আপনার রাব্ হৈতে কেননা ধমক হাশরের অতিশয়॥ তাহা বলে আপনার দেলে রাখ ভয় * ইহাভি ফরমায় নবী রাসুল আমিন॥ জানহ তোমার কবে হবে এয়ছা দিন ইহার জওয়াব তারা দিল ততক্ষণে॥ আল্লা আর রাসুল তাহারা খুব জানে তবে নবী কহিলেন তাহা সবাকায়॥ যেই দিন আদমেরে কহিবে খোদায় আপনার আওলাদ ভেজহ জাহান্নাম॥ কত জন ভেজিলেক কহেন আদম কহিবেন আল্লাতালা আপে জুলমানান॥ হাজারেতে নওশ নিরানব্বই জন হাজার হইতে এক ভেজহ জান্নাত॥ বাকী লোক দোজখেতে করহ শীদ্দত তবেত মুস্কিল বড় হৈল এ কথায়॥ কান্দিয়া উঠিল সবে বলে হায়২ * তার পরে নবীজি কহেন সবাকায়॥ আমার উম্মত যে চৌথাই বখশা যায় ফের কহিলেন মেরা উম্মতে এছাই॥ অর্দ্ধেক বেহেস্তি হও তোমরা সবাই এবাত শুনিয়া সবে খোশাল হাজার॥ এয়ছা নবী পরে হোক রহম খোদার রওায়েত করে আবু হোরায়রা এছাই॥ তিনি শুনিলেন নবী সাহেবের ঠাঁই শও রহমত আল্লাতালা পয়দা করিয়াছে॥ তাহার রহমত এক সবাকে দিয়াছে * মানুষ আর জেন আদি যত জানওয়ার॥ এক রহমত সবাকে দিয়াছে পরওয়ার * এ কারণ দুনিয়াতে আপসের বিচে॥ মায়া মহব্বত যত সকলেরি আছে * নিরানব্বই রহমত জমা রেখেছে খোদায়॥ কেয়ামতে দিবে খাছ বান্দা সবাকায় * পরে আল্লাতালা ইস্রাফিল ফেরেস্তারে॥ হুকুম করিয়া দিবে সিঙ্গা ফুকিবারে * ইস্রাফিল কহিবেন সিঙ্গার মাঝার॥ নিকল আরওয়াহ সব হুকুমে খোদার * কহিছেন রাসুলুল্লা হাদিছ এমত॥

শহীদানে দিল আল্লা পাঁচ কেরামত * এয়ছা কেরামত আর কেহ না পাইল ॥ এছা কেরামত আল্লা মোরে নাই দিল * আম্বিয়ার রুহ আযরাইল লিয়া যায় ॥ শহীদের রুহ করে কবজ খোদায় * দুছরা আম্বিয়া মৈলে গোসল দেলায় ॥ কিন্তু শহীদান লোকে নাহিক নাহলায় * তেছরা আম্বিয়া মৈলে কাফন পড়ায় ॥ শহীদান সবে ঐ কাপড়েতে গাড়া যায় চৌথা আম্বিয়ারা মৈলে মুর্দ্দা বলা যায় ॥ শহীদানে জেন্দা বলে কহেন খোদায় * পাঁচওায় কেয়ামতে যত আম্বিয়ারা ॥ শাফায়াত করিবারে পারিবেন তারা * কিন্তু শহীদান লোক কেয়ামত তক ॥ প্রতিদিন শাফায়াত করেন বেসক * সিঙ্গার আওয়াজে যবে সব হবে ফানা ॥ তার মধ্যে বাকী খালি রবে বার জনা * জিবরাইল মিকাইল ইস্রাফিল আর ॥ আযরাইল আর আট আরশ বরদার * সে ওয়াক্তে বাহিরে খালি দুনিয়া পড়িয়া ॥ জানওয়ার ইনসান আদি যাইবে মরিয়া * হেনকালে আল্লাতালা পাক সোবহান ॥ মালেকুল মউতেরে করিবে ফরমান * এত মদদগার দিনু তোমার খাতির ॥ বখশিনু তোমাকে জোর আসমান জমিন * গজবের লেবাস আর পিন্দাই তোমায় ॥ গজবের সাথে দেখ ইবলিস কোথায় * নেকাল তাহার জান করিয়া সেতাব ॥ আওয়াল আখেরের যত ডালিয়া আজাব সব জান নেকালিতে দিলে যে যন্ত্রনা ॥ ইবলিস শয়তানে দেহ তাহা হতে দুনা * তেরা সাথে ফেরেস্তা সত্তর হাজার আছে ॥ দোজখি জিঞ্জির আছে সকলের কাছে * পুকারিয়া কহিবেন ফেরেস্তা খোদার ॥ জলদি করে খুলে দেহ দোজখের দ্বার * উতরিবে মালেকুল মউত নেকজাত ॥ আপনার আমল ছুরত করে সাথ * সে ছুরত দেখে যদি ফেরেস্তা আলম ॥ সেই ঘড়ি মারা যায় হইয়া আদম * ইবলিসের পানে এয়ছা যাবে দাপটিয়া ॥ দাপটে ইবলিস পড়ে বেহুশ হইয়া * মালেকুল মউত করে ঐ দুরাচার ॥ মউতের মজা তোরে শিখাব এবার * অনেক উম্মত আর পাইয়া হায়াত ॥ বহুত লোকেরে নষ্ট করিলে কমজাত * একথা শুনিয়া সেই শয়তান লাঈন ॥ মশরেক দিকেতে যাবে ভাগিয়া কমিন * মালেকুল মউত যাবে পিছে২ তার ॥ মগরেবে দৌড়িয়া ফের যাবে দুরাচার * সেখানেও মালেকুল মউত যাইবে। এইরূপে সব ঠাঁই ভাগিয়া ফিরিবে * আখেরেতে আদমের কবর যেথায় ॥ আসিয়া পৌছিবে ঐ শয়তান সেথায় * ডাকিয়া কহিবে ফের আজম সফিরে। মালাউন হৈনু আমি তোমার খাতেরে * তার পরে মালেকুল মউতেরে কবে ॥ কেমন পেয়ালা তুমি আমারে পেলাবে *

কহিবেন দোজখের পেয়ালা আনিয়া॥ তুমার কারণে রাখিয়াছি যোগাইয়া একথা শুনিয়া সেই শয়তান বর্ব্বর॥ লোট পোট করিবেক পড়ে জমি পর তবে এক ফাঁসি খাড়া করিয়া সেথায়॥ লাগাইয়া দিবেন মালাউনের গলায় মউতের আজাবেতে রহিবে সদাই॥ যবতক চাহে আল্লা রাখিবে এয়ছাই

* বিশওা বাব—তামাম লয়-ফানা হইবার বয়ান *

ফের আল্লা আযরাইলে বলিবে এমত॥ ফানা করে দিয়া আইস দরিয়া তাবত * মালেকুল মউত পেয়ে হুকুম রব্বের॥ দরিয়াকে কবে তেরা জেন্দেগী আখের * দরিয়া মাতম করে কহিবে এমত॥ এ সময় কোথা মেরা মওজ তাবত * মালেকুল মউত শুনে করিবে দাপট॥ সব পানি শুখাইবে করে চটপট * তার পরে পাহাড়ের নিকটে আসিয়া॥ কহিবে হায়াত তেরা গিয়াছে টুটিয়া * পাহাড় কহিবে তবে করিয়া মাতম॥ কোথায় রহিল মেরা বোলন্দি তামাম * মালেকুল মউত তারে এয়ছা ধমকাইবে॥ পাহাড় টুটিয়া খান২ হয়ে যাবে * আসমানে থাকিয়া ফের এয়ছা হাঁক দিবে॥ চান্দ সূর্য্য তারা আদি খসিয়া পড়িবে * মালেকুল মউতে ফের কবে পরওয়ার॥ কেবা জেন্দা আছে মোর খোরাক মাঝার * আযরাইল কবে আছ তুমি পরওয়ার॥ জিবরাইল মিকাইল ইস্রাফিল আর আরশ বরদার যে কয়েক ফেরেস্তায়॥ আর আমি বাকী তেরা জইফ বান্দায় কহিবেন আল্লাতালা আপনি কাদের॥ যেবা কেহ বাকী রুহ নেকাল তাদের তবেত কবজ রুহ করিবে সবার॥ মালেকুল মউতে ফের কবে পরওয়ার আপনার জান তুমি নেকাল এখন॥ মালেকুল মউতে শুনে ত্যাজিবে জীবন বেহেস্ত আর দোজখের যেয়ে দরমিয়ান॥ কবজ করিয়া লিবে আপনার জান তবেত সেই ওক্তে জান বারীর ছেয়ায়॥ জীব মধ্যে জেন্দা না রহিবে দুছরায় এয়ছাই রহিবে ফানা দুনিয়া জাহান॥ যবতক চাহে রাখে আপে সোবহান হীন আশরাফ কহে দরগাতে খোদার॥ রাখ মার যাহা কর তেরা এক্তেয়ার

* একুশওা বাব—হাশরের খালায়েকের বয়ান *

যখন করিবে ইচ্ছা পাক পরওয়ার॥ হাশরের খালায়েক জেন্দা করিবার সে ওয়াক্তে পহেলা পয়দা হবে জিবরাইল॥ মিকাইল ইস্রাফিল আর আযরাইল * এ চার ফেরেস্তা পয়দা করে পরওয়ার॥ ইস্রাফিলে করে দিবে সিঙ্গার মোক্তার * ইস্রাফিলে আরশ হইতে সিঙ্গা পায়॥ তিন জনে পাঠাইবে রেজওান যেথায় * রেজওান ফেরেস্তা যেই বেহেস্তের বরদার তিন জনে যেয়ে কবে নিকটে তাহার * মোহাম্মদ আর তার উম্মত খাতের

বেহেস্ত তৈয়ার কর নাহি কর দের * তারপরে বোরাক আর জেওরাত লিয়া॥ বেহেস্ত হইতে ফের আসিবে চলিয়া * ফেরেস্তা সকলে ফের কহিবে খোদায়॥ জেওর পেন্দাও এই বোরাকের গায় * তবেত পেন্দাবে জেওর লাল ইয়াকুতের॥ লাগাম পরাবে জমরুদ পাথরের * ফের ফরমাইবে আল্লা ফেরেস্তা সবায়॥ এবে যাও নবীজির কবর যেথায় * যাইয়া দেখিবে জমি সব বরাবর॥ ঠিকানা নাহিক মোহাম্মদের কবর * হেনকালে এক নূর ছতুনের মতে॥ জাহের হইবে নবীজির কবরেতে * জিবরীল কহিবে ইসরাফিল ফেরেস্তারে॥ পুকার যাইয়া তুমি নবীজির গোরে * ইস্রাফিল কবে গিয়া তিন ফেরেস্তায়॥ তোমরা পুকার নবীজির শিরানায় তবেত ডাকিবে যেয়ে তিন ফেরেস্তায়॥ উঠ মোহাম্মদ নবী সালাম তোমায় তাদের জওয়াব নবী কিছু নাহি দিবে॥ তবে ইসরাফিল যেয়ে আপনি কহিবে * আয় নবী মোহাম্মদ উঠহ সেতাব॥ খোদার হুকুমে আজ হইবে হেসাব * সে ওয়াক্তে ফাটিয়া যাবে নবীর কবর॥ বসিয়া আছেন নবী গোরের ভিতর * জিবরীল বোরাক লিয়া হইবে হাজের॥ পুছিবে হজরত নবী জিবরীল খাতের * আজ কোন রোজ মোরে বলহ খবর॥ জিবরীল কহিবে আজ রোজ মহাশর * রোজ কেয়ামত আজ শুন পয়গাম্বর॥ নবীজি বলেন কহ খুশীর খবর * জিবরীল কহিবে তবে নবীর খাতের পোষাক লইয়া আজি হুজুরে হাজের * নবীজি কহিবে আমি তাহা পুছি নাই॥ জিবরীল কহিবে ফের নবীজির ঠাঁই * বেহেস্ত তোমার তরে আছে এন্তেজার॥ আর বন্ধ করে দিছে দোজখের দ্বার * নবীজি কবেন ইহা না পুছি এখন॥ গোণাগার উম্মত মেরা আছেন কেমন * পুলের উপরে বুঝি সবারে ছাড়িয়া॥ একেলা এখানে আমি পৌছিনু আসিয়া * তবে ইস্রাফিল কবে শুন পয়গাম্বর॥ খোদার কসম আছে আমার উপর * তুমি আর তোমার যে উম্মত কারণ॥ সিঙ্গা ফুকা গেছে তারা উঠিবে এখন * একথা শুনিয়া নবী খোশাল হাজার॥ পোষাক পিন্দিয়া হবে বোরাকে সওয়ার হীন আশরাফ কহে জানাবে সবার॥ এয়ছা নবী পরে জান করহ নেছার

বাইশওা বাব—বোরাকের বয়ান।

বোরাকের দুই বাজু দিয়াছে খোদায়॥ আসমান জমিনেতে উড়িয়া বেড়ায় * মুখ তার মানুষের মুখের মতন॥ আরবীর জবানের মত কথা কন॥ পেসানি তাহার উচা নীচে দুই কান॥ দুই চক্ষু কালা ঠিক ছিয়াহী সমান * যখন হজরত নবী হইবে সওয়ার॥ আপনি চলিয়া যাবে

নিকটে তাহার * বোরাক তখনি দিবে কসম খোদার ॥ মেরা পিঠে কেহ না চড়িবে খবরদার * মোহাম্মদ মোস্তফা নবী বেটা আবদুল্লার ॥ সেই যে চড়িবে খালি পীঠেতে আমার * কহিবে হজরত নবী আলাইহে অসাল্লাম আবদুল্লার বেটা আমি মোহাম্মদ নাম * একথা কহিয়া নবী সওয়ার হইয়া ॥ বেহেস্ত তরফে নবী যাবেন চলিয়া * তথায় যাইয়া নবী পড়িবে সেজদায় ॥ ডাকিয়া কহিবে তারে আপনি খোদায় * সেজদা হইতে শির তুল আপনার ॥ আজিকার দিন নহে সেজদা করিবার * রুকু আর সেজদা দিয়া নাহি কিছু কাজ ॥ আজাব আর হিসাবের দিন খালি আজ যে কিছু চাহিবে তুমি পাবে আজ তাই ॥ নবীজি কবেন মাঙ্গি উম্মতের ভালাই * ইলাহী কবেন তাই বখশীনু তোমায় ॥ তুমি যাতে রাজি থাক আমি রাজি তায় * তারপরে আল্লাতালা করিম সাত্তার ॥ আসমানেরে বলে দিবে পানি বরষিবার * তখনি সে পানি বরষিবেক বহুতর ॥ মর্দ্দের মনির মত চাল্লিশ দিন ভর * সব চিজ পরে পানি হবে বার হাত ॥ তাহাতে হইবে পয়দা যত মখলুকাত * যাহার শরীর যেয়ছা ছিল দুনিয়ায় ॥ সেইরূপ দিয়া পয়দা করিবে তাহায় * সে ওয়াক্তে আসমান লেপটিয়া যাবে ॥ ইলাহী আলমিন ডেকে সবাকে কহিবে * কাহার বাদশাই আজ বাদশা কে এখন ॥ তাহার জওয়াব কেহ না দিবে তখন এইরূপে তিনবার পুকারিবে সাঁই ॥ আখেরে কহিবে আজ আমার বাদশাই কোথায় জালেম আর তাদের আওলাদ ॥ বাদশা লোক কোথা আর তাদের বুনিয়াদ * কোথায় তাহারা রুজি আমার খাইত ॥ আমাকে ছাড়িয়া ফের অন্যেরে পূজিত * ধুনা তুলা মত হবে পাহাড় পর্ব্বত ॥ বদলিয়া যাবে যেথা জমিন তাবত * যে জমিনে গোণার আমল করে লোক ॥ আর সেথা রাখা যাবে জাহান্নাম দোজখ * দুছরা জমিন ফের চান্দির হইবে ॥ তারপরে বেহেস্তেরে কায়েম করিবে * হীন আশরাফ কহে ভাবিয়া খোদায় ॥ তরাইয়া নিও আল্লা নবীর ওছিলায় *

তেইশওা বাব—সিঙ্গা ফুকা ও জেন্দা হইবার বয়ান।

ইস্রাফিলে ফরমাইবে ইলাহী কাদের ॥ জলদি করে সিঙ্গা ফুক নাহি কর দের * তখন ফুকিবে সিঙ্গা এবাত কহিয়া ॥ আইসহ আরওয়া সব বাহির হইয়া * গোস্ত পোস্ত হাড্ডি রগ যত পচা সড়া ॥ হিসাব কারণে সবে উঠে হও খাড়া * তখন উঠিয়া সবে কবর হইতে ॥ আসমান টুকরা২ পাইবে দেখিতে * জমিনে বলদ উট হইবে বেকারার ॥ পেরেশান পাবে

চারপায়া জানওয়ার * দোজখের মওয়াক্কেল হাজের বেবাক ॥ জাহান্নাম ভয়ঙ্কর দেখিয়া অবাক * আন্ধার দেখিবে সূর্য্য তারাতে বেনুরে॥ তারাজু দেখিবে খাড়া বেহেস্ত হুজুরে * তখন মালুম এই করিবে সবায়॥ কি আমল করেছিনু যাইয়া দুনিয়ায় * আফসোস করিয়া ইহা কবে সকলেতে কেবা উঠাইল আমাদেরে গোর হইতে * আজ হৈতে ঠিক যাহা বলেছিল সাঁই॥ রাস্ত হৈল যা শুনিনু রাসুলের ঠাঁই * তার পরে কবর হইতে আপনার লেঙ্গটা হইয়া সব হইবে বাহার * কৈয়েছেন রাসুলুল্লা হাদিছে এমন বারো গোর হইয়া উঠিবে সর্ব্বজন * উঠিবে পহেলা গোর বান্দর হইয়া দুছরা যাহারা গেল জুলুম করিয়া * তেছরা চৌথা উঠিবে বহেরা গোঙ্গা হৈয়া ॥ বড়াই করিল যারা নেকুই করিয়া * উঠিবে পাঁচওা গোর এমত প্রকার॥ মুখ দিয়া খুন জারি হৈবে তা সবার * আপনার জিহ্বা তারা চাটিবে সকল॥ এলেম শিখিয়া যারা না কৈল আমল * উঠিবে ছটওা গোর এইমত ফের॥ আগুনের লুকা করে শরীরে তাদের * ঝুট সাক্ষী দিল যারা খোওয়ায়ে ঈমান॥ এই সাজা তাহাদের হাশর ময়দান * উঠিবে সাতওা গোর এমত প্রকার॥ কপালের সাথে পাও বান্ধা তা সবার * মোর্দ্দা হৈতে বদগন্ধ শরীরে তাদের॥ দুনিয়া কিনিল যারা বেচিয়া আখের আটওা গোর যারা মাতওয়ালা হইয়া॥ খোদাতালার হক তারা দিল ডুবাইয়া * নয়ের গোরকে হবে আজাব আগুনের॥ গিবত করিত যারা দুনিয়া মাঝার * উঠিবে দশওা গোর এইমত ফের॥ গরদান তরফে জীব করিয়া বাহের * চুগলি করিয়া যারা ফিরিত লোকের॥ হাশর ময়দানে এই সাজা তাহাদের * এগারওা গোর হবে পাগল ছুরত॥ মসজেদে কহিল যারা দুনিয়ার বাত * উঠিবে বারওা গোর খিঞ্জির হইয়া॥ যাহারা খাইত সুদ হালাল জানিয়া * দুছরা হাদিছ বিচে আছে এই বাত॥ জাবরের বেটা মাজ কৈল রওয়ায়েত * কহিলেন মোহাম্মদ রাসুল এমত যেই দিন হাশর হইবে কেয়ামত * সেই দিন আল্লা মেরা উম্মত সবারে বার ফউজ করিয়া উঠাবে সবারে * উঠিবে পহেলা যারা গোরের বাহার হাত পাও না রহিবে তাহা সবাকার * খোদার তরফ হইতে কবে ফেরেস্তায়॥ দুঃখ দিয়াছিল এরা হামছায়া সবায় * বেগর তওবাতে তারা মরিল আখের॥ বদলা তার আগুন হইল দোজখের * উঠিবে দুছরা ফউজ কবর হইতে॥ চারপায়া জানওয়ারের ছুরতের মতে * পুকারিয়া কহিবেন ফেরেস্তা খোদার॥ কাহিলি করিত এরা নামাজ মাঝার * বেগর তওবাতে

এয়া মরিল তামাম॥ বদলা তার দোজখ পাইল জাহান্নাম ✻ উঠিবে তেছরা ফউজ গোর হৈতে ফের॥ পাহাড়ের মত পেট হইয়া তাদের ✻ পেট ভরা সাপ বিচ্ছু হবে ভাতে ভাত॥ ফেরেস্তা কহিবে এরা না দিত জাকাত ✻ বেগর তওবাতে এরা মরিল সবাই॥ তাহার বদলে দোজখেতে হৈল ঠাঁই যে মত কহিল আপে কুদরত কামাল॥ জাকাত না দিয়া যারা জমা করে মাল ✻ সে মাল গরম করে দোজখ মাঝার॥ দাগা যাবে পেট আর কপাল তাহার ✻ উঠিবে চাহার ফউজ গোরের বাহের॥ মুখ হতে পিব বয়ে পড়িবে তাদের ✻ আতুড়ি নিকলে যে পড়িবে জমি পর॥ মুখ হৈতে আগুন উঠিবে বহুতর ✻ পুকারিয়া কহিবে সরদার ফেরেস্তায়॥ কহিত ইহারা ঝুট বেচায় কেনায় ✻ বে-তওবা মরিল এরা দুনিয়া মাঝার॥ দোজখের আগুন পাইল বদলেতে তার ✻ পাঁচগুাতে যারা হবে গোরের বাহেরে॥ মুদ্দা হতে বদবুই শরীরে তাদের ✻ পুকারিয়া কহিবে ফেরেস্তা খোদার॥ ছাপাইতে ছিল এরা গোনা আপনার ✻ বেগর তওবাতে এরা মারল আখের॥ বদলা তার আগুন মিলিল দোজখের ✻ উঠিবে ছটগুা গোর গোরের বাহার॥ হলক গরদান বিচে কাটা তা সবার ✻ খোদার তরফ হতে কবে ফেরেস্তায়॥ মিথ্যা সাক্ষি দিত এরা রয়ে দুনিয়ায় ✻ বেগর তওবাতে এরা মরিল যেয়ছাই॥ বদলা তার দোজখের আগুন হৈল ঠাঁই ✻ হইবে সাতগুা গোর গোরের বাহার॥ মুখ মাঝে জিভ নাই রহিবে তাহার ✻ খোদার ফেরেস্তা এই কহে পুকারিয়া॥ গাওয়াহি না দিত এরা জানিয়া শুনিয়া ✻ বেগর তওবাতে এরা মরিল সবায়॥ তার বদলা দোজখ মাঝেতে জাগা পায় ✻ উঠিবে আটগুা ফউজেরা ওন্দা হইয়া॥ দোন পাও আপনার মাথে উঠাইয়া ✻ আর তাহাদের শরমের জাগা দিয়া জরদ পানির ধার চলিবে বহিয়া ✻ পুকারিয়া কহিবেন ফেরেস্তা খোদার॥ দুনিয়ার বিচে এরা ছিল জেনাকার ✻ বেগর তওবাতে যে ইহারা মরে ছিল॥ তার বদলা দোজখেতে মাকান পাইল ✻ উঠিবে নবম ফউজেরা যখনেতে॥ কালা মুখ নিলা আঁখি আগুন পেটেতে ✻ ফেরেস্তা কহিবে এরা এতিমের মাল॥ জবরদস্তি করিয়া খাইত হামেহাল ✻ মরে গিয়া ছিল এরা বেগর তওবায়॥ বদলা তার দোজখ পাইল সবাকায় ✻ উঠিবে দশগুা ফউজ গোরের বাহের॥ তামাম শরীরে কুড় হবে তাহাদের ✻ খোদার তরফ হতে কবে ফেরেস্তায়॥ মা বাপেরে দুঃখ এরা দিত দুনিয়ায় বেগর তওবাতে এরা মরিল যেমন॥ দোজখের বিচে জাগা পাইল তেমন ✻

এগারগুা ফউজেরা উঠিবে যখন ॥ আখের আক্কেলা দাঁত গরুর মতন * জানু পরে ঠোঁট আইসে পড়িবে তাদের ॥ পেট হইতে এলায়েস হইবে বাহের * ফেরেস্তা কহিবে এরা খাইয়া শারাব ॥ বেগর তওবাতে মৈল হইয়া খারাব * তাহার বদলে হৈল দোজখেতে ঠাঁই ॥ শারাবের মত বদ আর কিছু নাই * বারগুা ফউজ যবে হইবে বাহের ॥ পূর্ণিমার চান্দ যেন ছুরত তাদের * বিজলীর মত তারা পুল হবে পার ॥ এবাত ডাকিয়া কবে ফেরেস্তা খোদার * নেক আমল ইহারা করিত দুনিয়ায় ॥ আর গোনা হতে বাজ থাকিত সদায় * পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়িত জমায়েতে ॥ আর তওবা করিয়া মরিল দুনিয়াতে * তাহার বদলে বেহেস্ত মিলিল এখন ॥ প্রিয়া যারে ভালবাসে সেই সোহাগেন * খোদা যাতে রাজি থাকে কি ভাবনা তার ॥ বিরচিল অধীন আশরাফ গোনাগার *

* চব্বিশগুা বাব—কবর হইতে উঠিবার বয়ান *

কবর হইতে যবে উঠিবে সবায় ॥ চল্লিশ বৎসর খাড়া রবে সে জাগায় খানাপিনা ওঠক বৈঠক বাতচিত ॥ সেখানে হইতে না পারিবে কদাচিত কেহ পুছে ছিল নবী রাসুলের কাছে॥ দোহাম্মদী দীনেতে যতেক লোক আছে * তাহা সবাকার তরে কি মত প্রকার ॥ পাছানিয়া লেওয়া যাবে হাশর মাঝার * কহিলেন রাসুলুল্লা তাহাকে এমন ॥ আমার উম্মত বিচে আছে যত জন* অজুর ছববে হাত পাও তাহাদের ॥ রওশন হইবে যেন ছুরত চান্দের * হাদিছেতে আসিয়াছে এই সমাচার ॥ যখন উঠিবে সবে গোরের বাহার * ফেরেস্তারা মোমিনের শিরানে আসিয়া ॥ মাথা হতে মাটী সব ফেলিবে মুছিয়া * তামাম শরীর হতে খাক উড়ে যাবে॥ কিন্তু কপালের যাহা নাহিক উঠিবে * খোদার তরফে নেদা হইবে তখন এই খাক কবরের নাহি কদাচন * সেজদার দাগ এই কপালে ইহার ॥ না উঠিবে যাবত না পুল হবে পার * পার হয়ে যাবে আগে বেহেস্ত ভিতর ॥ সকলে জানিবে এই খাছ বান্দা মোর * আবদুল্লার বেটা যে আব্বাস নাম যার ॥ রওরায়েত তিনি করিলেন এ প্রকার * কয়েছেন মোহাম্মদ আলাইহেঅসাল্লাম ॥ গোর হতে লোক যবে উঠিবে তামাম * কহিবেন আল্লাতালা রেজওয়ানের তরে ॥ ভুকা উঠাইনু আমি যত রোজাদারে * তা সবাকে বেহেস্ত ভিতরে লিয়া যাও ॥ মনাছেব মত খানা সবাকে খেলাও * রেজওয়ান হুকুম যে পাইয়া ইলাহীর ॥ বোলাইয়া লিয়া যাবে সবার খাতির * নূরের তবক রেখে সামনে সবার

কত চিজ নেয়ামত দিবেন খাবার ✻ কহিবেন খাও সবে খোশাল হইয়া ॥ এই সব চিজ তোমা সবার লাগিয়া ✻ আব্বাসের বেটা ফের করেন বয়ান ফরমালেন যাহা নবী আখেরী দেওয়ান ✻ যখন কবর হৈতে উঠিবে সবায় তিন জন সহিত মিলিবে ফেরেস্তায় ✻ রমজানের রোজাদার আর আরফার আর যে শহীদ হৈল রাহেতে খোদার ✻ কহিলেন বিবী আয়েসা বয়ান এয়ছাই ॥ শুনিয়াছি আমি নবী সাহেবের ঠাঁই ✻ সোনা রূপা মণি মুক্তা ইয়াকুত হইতে ॥ তৈয়ার হয়েছে ঘর বেহেস্ত বিচেতে ✻ পুছিলাম আমি নবী সাহেবে তখন ॥ এই সব ঘর হৈল কাহার কারণ ✻ কহিলেন যে সবে আরফার রোজদার ॥ এই সব ঘর আছে নছিবে তাহার ✻ আরফা ও জুমার দিন নিকটে খোদার ॥ যেয়াদা মোরতবা আর অনেক পেয়ার ✻ কেননা এ দোন ইলাহীর রহমের ॥ কিন্তু বুরা হইল নিকটে ইবলিসের ✻ যে কেহ মোমিন রোজা রাখিবে আরফার ॥ রহমতের ত্রিশ দ্বার খোলা যাবে তার ✻ আর ত্রিশ দ্বার বন্ধ হইবে বদির ॥ এয়ছা নেকি মেলে রোজাদারের খাতির ✻ ফের যবে এফতার করিয়ে পানি খায় ॥ শরীরের রগ যত থাকে তার গায় ✻ রগ বলে শুনহ ইলাহী পাকজাত ॥ ইহাকে রহমত ভেজে ফজর লাগাত ✻ হাদিছেতে আসিয়াছে এমন খবর ॥ হিসাব নাহিক হবে সেই গোর পর ✻ নবী গাজি আলেম শহীদ মওয়াজ্জন হাফেজ আর মোমিন আদেল যেইজন ✻ আর যে আওরত মৈল নেফাছ বিচেতে ॥ আর যে কতল হৈল কারো জুলুমেতে ✻ আর যে মরিল জুমা দিনে কিম্বা রাতে ॥ ইহাদের আজাব না হবে কোন বাতে ✻ কহেন হজরত নবী হাদিছ এমত ॥ যেই দিন হইবেক রোজ কেয়ামত ✻ গোর হতে উলঙ্গ উঠিবে সর্ব্বজন ॥ মার পেটে কেহ যেন জন্মিল এখন ✻ পুছিলেন বিবী আয়েসা নবীজি সাক্ষ তে ॥ আওরত মরদ কি উঠিবে এক সাথে ✻ নবী কহেন হা বটে উঠিবে ঐ ভাত ॥ বিবী কহে আমিহ উঠিব ঐ ভাত ✻ ফরমালেন তুমি ভি উঠিবে সেই ভাত ॥ বিবী কহে হায় একি শরমের বাত ✻ নবী কহে সে দিনের কিছু ভয় নাই ॥ আকাশের পানে চেয়ে রহিবে সবাই ✻ চল্লিশ বৎসর তক এয়ছাই রহিবে ॥ কার পানে কেহ নাহি চাহিয়া দেখিবে ✻ তার পরে শরীর হইতে সবাকার ॥ পছিনা ছুটিবে সেই হাশর মাঝার ✻ কার পাও কার জানু কার সীনা তক ॥ আপনার ঘামে ডুবে যাইবে বেসক ✻ বিবী আয়েসা নবীজিকে পুছেন আবার ॥ সেখানে উঠিবে কেবা হইয়া সওয়ার ✻ নবী কহে আম্বিয়া

আওলিয়া যত জন ॥ আর তাহাদের বিবী জান পাকতন * রজব শাবান রমজানের রোজদার ॥ উঠিবে ইহারা সবে হইয়া সওয়ার * সেই দিন ভুকা ফাকা সকলে উঠিবে ॥ কিন্তু এই কয়জন আসুদা থাকিবে * যখন পৌছিবে সবে হাশর মাঝার ॥ একশও বিশ খাড়া হইবেক তার * মোমিনের সীনা হবে রওশন ছুরত ॥ কাফেরের কাল মুখ বিকট মুরত * অধীন আশ্রাফ কহে খোদার দরগায় ॥ মোমিন লোকের সাথে উঠাবে আমায়

* পচিশঙা বাব—হাশরের তরফে সবাকে লইয়া যাইবার বয়ান *

চলিবে পেয়াদা পাও যতেক কুফর ॥ মোমিন সকলে যাবে হইয়া সওয়ার কহিবে খোদায়তালা ফেরেস্তা সবায় ॥ বে-সওয়ারী না লেযাও আমার বান্দায় * কেননা ইহারা সবে দুনিয়া ভিতর ॥ কভু নাহি চলিয়াছে সওয়ারী বেগর * পহেলা বাপের পীঠে সওয়ার আছিল ॥ পরেতে মায়ের পেটে নয় মাস ছিল * জন্মিয়া চড়িয়া ফের মায়ের কোলেতে ॥ পরেতে সওয়ার হইল বাপের কান্ধেতে * তাহার পরেতে সবে সিয়ানা হইয়া ॥ ঘোড়া ও কিস্তির পরে ফিরিল চড়িয়া * যখন মরিল ফের দুনিয়া ছাড়িয়া গোরে আইল সবাকার কান্ধেতে চড়িয়া * এবে যে উঠিল এরা কবর থাকিয়া ॥ বে-সওয়ারী নাহি লেও বে-দেল করিয়া * সওয়ারীর আদত আছিল সর্ব্বজনে ॥ পায়দল চলিতে এরা নারিবে কখনে * আর এরা দুনিয়াতে কোরবানী করিয়া ॥ সওয়ারীর ঘোড়া দিছে আপে পাঠাইয়া * তাহার উপরে সবে হইয়া সওয়ার ॥ হাজের হইবে গিয়া খোদার দরবার এজন্যেতে কহিবেন নবী সরওার ॥ মোটা তাজা দেহ কোরবানীর জানওয়ার তবেত সওয়ার হবে হাশরের দিন ॥ কেতাব দেখিয়া কহে আশ্রাফউদ্দিন

* ছাব্বিশঙা বাব—কেয়ামতের বয়ান *

যখন জাহের হবে রোজ কেয়ামত ॥ ময়দানে করিবে জমা খালক তাবত * নিকটেতে সুরুজ আসিবে শির পর ॥ গরমীর তাবেসেতে হইবে কাতর * তার পর আগুনের ছায়া নেকলিবে ॥ তাহা দেখে সকলেতে খোশাল হইবে * ফেরেস্তারা পুকারিয়া কহিবে তখন ॥ ছায়ার তরফেতে চলহ সর্ব্বজন * একথা শুনিয়া সবে তিন গোর হইয়া ॥ ছায়ার তরফে লোকে যাইবে চলিয়া * ছায়াভি হইবে তিন ভাগ সে সময় ॥ পহেলা ভাগেতে হবে গরমী অতিশয় * দোছরা ভাগেতে ধুয়া হবে ভরপুর ॥ তেছরা ভাগেতে যে হইবে খাসা নূর * গরমী খাড়া হবে মোনাফেকের মাথায় ॥ ধুয়া অন্ধকার পাবে কাফের সবায় *

মোমিনের শির পর হইবেক নূর॥ এয়ছাই কোরআন মাঝে আছেত মসহুর কহিলেন রাসুলুল্লা রোজ কেয়ামতে॥ সাত জনা থাকিবেক আরশের ছায়াতে * পহেলায় আদেল ঈমান যেই জন॥ দোছরা জওয়ান এবাদতে দিত মন * তেছরা যে দেল ছাফ করে যেই জন॥ দোস্তি মহব্বত কৈল খোদার কারণ * চৌথা ঐ মর্দ্দ যারে কোন এক আওরত॥ কাছে বোলাইয়া লিল মেটাতে হসরত * সেই মর্দ্দ খোদায়তালাকে ডরাইয়া॥ সেই আওরতের তরে দিলেক ছাড়িয়া * পাঁচগুাতে যে সকল ঠিক করে মন॥ খোদাকে ইয়াদ করে করেন কান্দন * সসমে যে ডান হাতে করেন খয়রাত॥ খবর নাহিক তার জানে বাম হাত * সাতগুা যে মসজিদ হইতে হৈয়া বার॥ মসজিদ পানেতে দেল লাগা থাকে তার * এই সাত জন রবে আরশের ছায়ায়॥ গরমির তাবেস না লাগিবে কারু গায় * কহিলেন রাসুলুল্লা আলাইহেঅসাল্লাম॥ যখন হইবে জমা খাল্‌ক তামাম ফেরেস্তারে হাঁকিয়া কহিবে এ বচন॥ কোথা আছে সাহেব ফজল যত জন * ইহা শুনে কত জন উঠে খাড়া হৈয়া॥ বেহেস্তের পানে তারা যাইবে চলিয়া * ফেরেস্তারা পুছিবেন কে হও তোমরা॥ কহিবেন সাহেবে ফজল হই মোরা * ফেরেস্তারা পুছিবেন কি ফজল তোর॥ কহিবে জুলুম পরে করেছি ছবর * ফেরেস্তারা কহিবেন খুব কৈলে কাম বেহেস্তের মাঝে গিয়া করহ আরাম * তার পরে ডাকিয়া কহিবে সেই ধারা॥ কোথা আছ ছবর করিয়া ছিলে যারা * ইহা শুনে এক গোরো উঠিবে তখন॥ বেহেস্তের তরফেতে করিবে গমন * ফেরেস্তারা পুছিবেন নাম তাহাদের॥ তাহারাও কহিবেন আমরা সাবের * পুছিবেন কি ছবর তোমাদের ঠাঁই॥ কহে গোনা হৈতে কৈনু ছবর সদাই * ফেরেস্তারা কহিবে তোমরা বটে খাস॥ এবে যেয়ে জান্নাত ভিতরে কর বাস * তার পরে পুকারিয়া কবে ফেরেস্তায়॥ লিল্লা দোস্তি কৈল যারা তাহারা কোথায় * ইহা শুনে এক গোরো তখন উঠিয়া॥ বেহেস্তের তরফেতে যাইবে চলিয়া * ফেরেস্তারা পুছিবেন কে হও তোমরা॥ কহিবেন লিল্লা দোস্তি করেছিনু মোরা * একথা শুনিয়া কবে ফেরেস্তে তামাম॥ বেহেস্ত ভিতরে গিয়া করহ আরাম *

* সাতাইশগুা বাব—বেহেস্তের বয়ান *

ওহাব কহিয়া গিয়াছেন এই বাত॥ বেহেস্ত করেছে পয়দা আগে পাবজাত * আসমান জমিন এয়ছা চৌড়াই তাহার॥ লম্বা কত জানে

তাহা আপে পরওয়ার * যখন হইবে রোজ হাশরের দিন ॥ খারাব হইয়া যাবে আসমান জমিন * তখন বেহেস্ত এয়ছা কোশাদা হইবে ॥ তামাম বেহেস্তি লোক তাহাতে আটিবে * একশও দরওয়াজা হইবে বেহেস্তের হরেক দুয়ার পাঁচশও বৎসরের * শহদ তাহায় জারি যেওয়া সামনেতে দেখিয়া হইবে খুশী সবে ভাতে২ * নূর দিয়া হুর পয়দা করেছ খোদায় ইয়াকুত মুঙ্গার রূপ তাহাদের গায় * নীচে নেঘা রাখে নাহি উপরে তাকায় ॥ খছম ছেওয়ায় নাহি দেখে দোছরায় * খছম ছেওয়ায় কেহ ছুইতে নারিবে ॥ হামেশা খছম তাকে বাকেরা পাইবে * সত্তর রকম হবে লেবাস গায়ের ॥ চুল হতে পাতলা হবে জেওর তাদের * রগ আর হাড্ডি আর চামড়ার ভিতর ॥ তাদের মগজ যত হইবে নজর * ছাফ বোতলেতে যদি তেল রাখা হয় ॥ বাহির হইতে তার রঙ্গ দেখা যায় * মাথার জুল্‌ফ এয়ছা খুবি তাহাদের ॥ ইয়াকুত হইতে জড়াও সে চুলের পাইবে এসব হুর যে হবে মোমিন ॥ পয়ার প্রবন্ধে রচে আশরাফ উদ্দিন

* আঠাইশওা বাব—বেহেস্তের দরওয়াজার বয়ান *

আব্বাসের বেটা কহে এই সমাচার ॥ বেহেস্তের আছে আট দরওয়াজা সোনার * তৈয়ব কালেমা লেখা পহেলা দুয়ারে ॥ সে দরওয়াজা রাখিয়াছে আউলিয়া খাতেরে * শহীদান লোক আর ছখি যেই জন ॥ প্রথম দরওয়াজা আছে তাদের কারণ * দোছরা দরওয়াজা আছে নামাজির তরে ॥ তরতিবের সহিত যাহারা অজু করে * তেছরা দরওয়াজা হইল তাদের কারণ ॥ যাহারা জাকাত দেয় খুশী হৈয়া মন * চতুর্থ বাজায় যারা হুকুম খোদার ॥ খোদার মানাহি হতে বাজ থাকে আর * পাঁচওা দরওয়াজা হইল তাদের লাগিয়া ॥ জুলুম হইতে যারা থাকেন বাঁচিয়া * সসম দরওয়াজা হজ্জ করে যেই জন ॥ সাতওা দরওয়াজা জানো তাদের কারণ * আটওা দরওয়াজা ঐ মোমিনেরা পায় ॥ মোহরেম আওরত পানে যারা না তাকায় * মা বাপের সাথে নেকি করিয়া সদায় ॥ খোদার হুকুম যারা করিল আদায় * আর আট বেহেস্তে আছে ইলাহীর কাম ॥ হরেক বেহেস্তের আছে আলাহেদা নাম * পহেলা দারুল জানো মারওয়ারিদ্রে হৈল ॥ দোছরা দারুস্‌সালাম ইয়াকুতে গড়িল * তেছরা জান্নাতুল মাওয়া জমররাদ হইতে ॥ চৌথা জান্নাতুল খোল্‌দ জরদ সোনাতে * পাঁচওা জান্নাতুন্নাইম চান্দিতে তৈয়ার ॥ ছটওা জান্নাতল ফেরদাউস সোর্‌খ সোনার * সাতওা জান্নাতুল আদন ছফেদ মতির ॥ আটওা বেহেস্ত জান

আসল চান্দির * সেই বেহেস্তের খুবি কি লিখিব আর॥ দু-দরওয়াজা দু-কেওয়াড় তাহাতে সোনার * হরিএক কেওয়াড়ের কোসাদা এমন॥ আসমান জমিন বিচে ফয়ছেলা যেমন * বেহেস্তের এমারত এমন খুবির এক ইট সোনার আর এক ইট চান্দির * আর যে তাহাতে চুনা মেস্ক খালেছের॥ আর মাটী তাহার আম্বর জাফরানের * মতি হতে কুঠরী তৈরার কৈল তায়॥ ইয়াকুতে দিয়া খিড়কি বানায়েছে আর * জাওয়াহের হইতে তার যতেক দুয়ার॥ রহমতের নহর তাহাতে বেশুমার * বরফ হইতে পানি সাফ সেথাকার॥ শহদ হইতে যে শিরিন মজাদার * নহর কওসর আছে তাহার মাঝারে॥ মোহাম্মদী নহর কহেন যার তরে * মতি আর ইয়াকুতের গাছ সেথাকার॥ ভাতে ভাতে নহর সেখানে বেশুমার বেহেস্তের খুবি আমি কব কোনখান॥ লিখিলে ওম্মর ভর না হবে বয়ান অতএব এব এই তক রাখিয়া এখন॥ হুর সকলের থোড়া লিখি বিবরণ

* উনত্রিশওা বাব—হুরের বয়ান *

রওয়ায়েত করিলেন নবী সরওয়ার॥ যেরূপেতে হুর পয়দা কৈল পরওয়ার * চার রঙ্গ দিয়া পয়দা করিয়াছে মুখ॥ ছবুজ ছফেদ আর জরদ ছুরখ * আর চার চিজেতে শরীর পয়দা কিয়া॥ জ.ফরান কাফুর আম্বর মেস্ক দিয়া * পায়ের আঙ্গুল হৈতে জানু তক লিয়া॥ বানাইছে খোশবুই জাফরান দিয়া * জানু হৈতে দোন হাত তক মেস্ক হতে॥ শরীর হইতে গরদান তক আম্বরেতে * গরদান হইতে শির তলক কাফুর॥ সঙ্গেতে মাথার সব করেছে জহুর * যদি তারা একবার থুকে দুনিয়ায়॥ তামাম দুনিয়া খোশবুই হয়ে যায় * খছমের নাম লেখা তাদের সীনায়॥ খোদার এছম এক লেখা আছে তায় * দশ দশ সোনার কাঙ্কন হর হাতে॥ দশ২ আঙ্গুঠি হরেক আঙ্গুলেতে * পায়জেব এক২ হরেকের পায়॥ মতি জাওয়াহের দিয়া বানায়েছে তায় * কলমে না লেখা যায় হুরের ছুরত॥ যাহার মধ্যেতে খালি খোদার কুদরত * দুনিয়ার বিচে যারা কৈল নেকনাম॥ ঐ হুর তাহাদের মিলিবে এনাম *

* ত্রিশওা বাব—বেহেস্তি লোকের বয়ান *

হাদিছেতে আসিয়াছে এমত বয়ান॥ পুলছেরাত পিছে এক আছেত ময়দান * তর তাজা গাছ সব আছে তার বিচে॥ পানির দু-নহর হরিএক গাছ নীচে * বেহেস্ত হইতে আইসে সেই নহরের ধার॥ ডাহিন হইতে এক বামে হইতে আর * মোমিন কবর হৈতে উঠে খাড়া হৈয়া॥

পুলের উপর দিয়া যাইবে চলিয়া * ঐ দুই নহরের নিকটে আসিয়া ॥ এক নহরের পানি পিবে খোশাল হইয়া * যখন পৌছিবে পানি সীনার মাঝার দেল হইতে আদাওতি উঠে যাবে তার * যখন পৌছিবে পানি পেটেতে যাইয়া ॥ নজস পেসাব খুব যাবে নেকলিয়া * তার পরে দোছরা নহরে যেয়ে ফের ॥ ধুইয়া ডালিবে সবে আপনার শির * চেহারার রঙ্গ হবে চান্দের মতন ॥ খোশবুই হইবে ফের তাদের বদন * তারপরে বেহেস্তের দুরারে আসিয়া ॥ ঘা মারিবে দরওয়াজায় জিঞ্জির ধরিয়া * এক জন হেহেস্ত হইতে নেকালিয়া ॥ গলায় ধরিয়া তার মিলিবে আসিয়া * আর কবে তুমি মেরা জানের দোসর ॥ এবে আমি রাজি হইনু তোমার উপর * একথা কহিয়া তারে ঘরে লিয়া যাবে ॥ সেখানেতে যাইয়া সত্তর তক্ত পাবে * হরিএক তক্ত পরে সত্তর বিছানা ॥ হরেক বিছানে হুর আছে সত্তর জনা * হরেকের শরীরেতে সত্তর জেওর ॥ চামড়ার ভিতরে হয় মগজ নজর * যদি তার এক চুল জমিনে পড়িত ॥ দুনিয়ার আওরত সব নূরানি হইত * বেহেস্তে বেহেস্তি যেয়ে হইবে নেহাল ॥ ভাতে ভাতে মেওয়াজাত খাবে হামেহাল * লেউণ্ডী বান্দী হুরপরী পাবে খেদমতগার সোনার বাসনে খাওয়া পাবে খাইবার * সুখ বৈ দুঃখ সেথা নাহিক কখন খুশীতে ভুষিত হয়ে রবে সর্ব্বক্ষণ * বেহেস্তের খুশী আমি কি কহিব কায় ॥ লিখিলে জেন্দেগী তোর না হইবে সায় * অতএব এই তক করিনু তামাম ॥ মোমিন লোকের পরে আমার সালাম * হীন আশরাফ কহে ভাবিয়া পরওয়ার ॥ ঢাকা চুড়িহাট্টা বিচে বসতি যাহার *

* সমাপ্ত *

* সূচীপত্র আরম্ভ *

* সূচিপত্র সমাপ্ত *

মুদ্রাকর—এম আজিজুর রহমান চৌধুরী
হামিদিয়া প্রেস ৫০ নং হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা।

আপনাদের প্রয়োজনীয় কয়েকখানা পুস্তকের তালিকা

আবশ্যক হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

কাওয়ায়েদে বোগদাদী কলিঃ
আম ছিপারা ঐ
আলিফ লাম ঐ
বড় আমপারা কায়দা সহ ঐ
কোরাণ শরীফ হর কিছিম ঐ
মজমুয়া ৬০ খোৎবা ঐ
মজমুয়া পকেট খোৎবা ঐ
দোয়া গাঞ্জল আরশ ঐ
ছুরুদে আকবর ঐ
পাঞ্জে ছুরা ঐ
মজমুয়া ওজায়েফ ঐ
কাওয়ায়েদে বোগদাদী ১ খুলা
ঐ ... ... ২ খুলা
আমপারা ২ খুলা
আলিফ লাম ১ খুলা
কোরাণ শরীফ হর কিছিম পশ্চিমা ছাপা
মজমুয়া ওজায়েফ ঐ
মোনাজাতে মাকবুল ঐ
দালায়েলুল খায়রাত ঐ
হেজবুল বাহার মোত্তরজাম ঐ
হেজবুল আজম ঐ
মজমুয়া ওজায়েফ পকেট ঐ
খোৎবাতুল আহকাম ঐ
খোৎবায়ে এল্মী ঐ
খোৎবা দোয়াজদঃমাহী ঐ
খোৎবা আলওয়াজুল আজম মোত্তারজম ঐ
মজমুয়া পকেট খোত্তবা

বাংলা দোয়া গাঞ্জল আরশ
বাংলা আম ছিপারা
বাংলা মাজহাবুল কারী বা গোলজারে কারী
স্বর্গীয় হার বা নামাজ শিক্ষা
নামাজ শিক্ষা ও
জরুরী মাছআলা শিক্ষা
ছহি [illegible]
[illegible] ছোলেমানী
আজায়েবে ছোলে[illegible]
নাকশে ছোলেমানী
বিবাদ শি[illegible]
ফয়ছলে আহকাম
বাঙ্গলা মৌলুদ হীরার খনি
খাব নামা, হায়াত নামা
ছোলেমানী তালে নামা
মউত নামা
কেয়ামত নামা
মনির মাহারু সুন্দরীর পুথী
আলমাছ গোলরায়হান
গাজি কালু চাম্পাবতী
ইউছুফ জোলায়খা
ছয়ফল মুলুক বদিউজ্জামাল
শাহে এমরান চন্দ্রবান
আমির সদাগর ভেলুয়া সুন্দরী
শহর বাদশা ও বাদেহা পরী
হাতেম তাই, চৌদ্দ উজির
এমাম চুরি, আঃ আলী গাজলী
মালুখী বসনেত্রা কন্যার পুথি

মাইজ ভাণ্ডারের গীত
অতুলা সুন্দরীর কেচ্ছা
শিরি ফরহাদ, লাইলী মজনু
মুর্শিদজাল বিবির পুথি
ছহি দেল দেওয়ানা
সেখ ফরিদের পুথি
ছহি কটু মিয়ার পুথি
সোকমঞ্জরী বা ধর্ম হাসী
[illegible] শও তিন হরফ
[illegible] নামা
ছহি [illegible] বিলাপ
ছহি হাজা[illegible] মঙ্গল
বাংলা মৌলুদ আবদুর রহীম
ছহি তাম্বিয়াতরেছা
ছহি জঙ্গনামা মুক্তাল হোছেন
ছহি জঙ্গে কারবালা
খয়বর জঙ্গ নামা
খয়বর হাসর, জৈগুনের পুথি
সোনাভান,
জঙ্গে ছোহরাব, জমির আলি
সচিত্র পাকিস্তান বর্ণবোধ সাদা
ঐ রঙ্গিন, পাকিস্তান বর্ণশিক্ষা
শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ
পাকিস্তান বাল্যশিক্ষা
শিশুর আলো বাল্যশিক্ষা
বালক নূর, বালিকা নূর
পাকিস্তান আদর্শ লিপি
সব ধারাপাত
সরল বৃহৎ ধারাপাত
পাকিস্তান বড় বৃহৎ ধারাপাত

স্থানাভাবে সকল রকম পুস্তকের নাম দেওয়া গেল না

হামিদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা